

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে স্মরণ



নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯জুলাই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ‘জ্যোতি বসুর সমাজচর্চা ও গবেষণা কেন্দ্রে’র উদ্যোগে গত বুধবার আকিহিত, গ্যালারি ও জাদুঘরের প্রথম পর্যায়ের উদ্বোধন হল। ‘ জ্যোতি বসু ও উদ্ভূত পরিস্থিতিে কর্তব্য’ শীর্ষক আলোচনাসভাও হয়েছে। বামফ্রন্টের চোয়ারম্যান বিমান বসু বলেছেন যে,‘‘জ্যোতি বসু বুঝিয়েছিলেন, বিজেপি সাধারণ কোনও রাজনৈতিক দল নয়। ভারতের সব থেকে প্রতিক্রিয়াজালি শক্তির ধারক ও বাহক।’ সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের আহ্বান, জ্যোতিবাবুকে স্মরণ রপেই গণতন্ত্রকে প্রসারিত করার সংগ্রাম চালাতে হবে।

উইম্বলডন ২০২৬ঃ২৫ বছরের মধ্যে প্রথম ওয়াইল্ডকার্ড হিসেবে সেমিফাইনালে উঠলেন ট্রিটেনের আর্থার ফেরি



লন্ডন, ৯ জুলাই : গত বুধবার ফ্লাভিও কোবোলির বিপক্ষে এক চমকপ্রদ জয়ের মাধ্যমে নিজের রপকথার মতো জয়যাত্রা অব্যাহত রেখে আর্থার ফেরি ২৫ বছরের মধ্যে ওয়াইল্ডকার্ড হিসেবে উইম্বলডন সেমিফাইনালে পৌঁছানো প্রথম পুরুষ খেলোয়াড় হলেন।কোয়ার্টার ফাইনালের এক একতরফা ম্যাচে ফেরি ফ্রেঞ্চ ওপেন ফাইনালিস্ট কোবোলিকে ৬-৪, ৭-৬ (৭৪), ৬-০ গেমে উড়িয়ে দিয়েছেন, যা সেন্টার কোর্টের দর্শকদের আনন্দিত করেছে।২৬ বছর বয়সি এই খেলোয়াড় ওপেন যুগে কোনো গ্র্যান্ড স্ল্যামের সেমিফাইনালে পৌঁছানো প্রথম ব্রিটিশ ওয়াইল্ডকার্ড।রবিবারের ফাইনালে জায়গা করে নেওয়ার জন্য ফেরি শুক্রবার ফ্রেঞ্চ ওপেন চ্যাম্পিয়ন আলেকজান্ডার জভেরেভের মুখোমুখি হবেন।প্রতিটি ম্যাটেই আরও ভালো হচ্ছে। এটা অবিশ্বাস্য। আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না, ফেরি বলেছেন।

হাওড়া ময়দান চত্বরে চলল বুলডোজার, উচ্ছেদ করা হলো ৩০টিরও বেশি বেআইনি দোকান নিজস্ব প্রতিনিধি,হাওড়া, ৯ জুলাই : হাওড়া ময়দান চত্বরে বেআইনি দখলদারদের বিরুদ্ধে বাস। পদক্ষেপ নিল প্রশাসন। গত বুধবার দুপুরে হাওড়া জেলা হাসপাতালের সামনে, বিপ্লবী হরেন ঘোষ সরণীর দুই পাশে অভিযান চালিয়ে কমপক্ষে ৬০টি বেআইনি দোকান ভেঙে ফেলা হয়। বুলডোজার দিয়ে এই উচ্ছেদ অভিযানকে কেন্দ্র করে এলাকায় সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ঘটনাস্থলে দ্রুত মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশবাহিনী এবং কমবাটি ফোর্স। উচ্ছেদ অভিযান চলাকালীন এই ব্যস্ত রাস্তায় যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়, যার ফলে সাধারণ মানুষকে কিছুটা ভোগান্তির মুখে পাতে হয়।প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, দিন কয়েক আগেই ওই সমস্ত বেআইনি দোকান মালিকদের জায়গা খালি করে দেওয়ার জন্য নোটিচস পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়সীমার পরেও তারা দোকান না সরানোয়, আজ পূর্বপল্লিকলনা অনুযায়ী এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হচ্ছে।

ঘোষণা দূরন্ত প্রকানন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথায্য ও ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই যোগাধার সারসংক্ষেপে স্পেশাল ক্রাইম অ্যান্ড্রেশ নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার জন্য বিশ্বস্ত অংশীদার হিসেবে এগিয়ে যাওয়াটা অপরিহার্যঃপ্রধানমন্ত্রী

মেলবোর্ন, ৯ জুলাই : ব্রিদেশীয় সফরের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এখন অস্ট্রেলিয়া সফরে। বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানিজ ‘ইন্ডিয়া অস্ট্রেলিয়া সিইও ফোরাম’ ও ‘ইকোনমিক রোডম্যাপ বিজনেস রিসেপশন’-এ অংশগ্রহণ করেন। ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিইও ফোরামে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, বিশ্ব বর্তমানে অনিশ্চয়তা, সরবরাহ শৃঙ্খলে ব্যাঘাত এবং জ্বালানি সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে, ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার জন্য স্বাভাবিক ও বিশ্বস্ত অংশীদার হিসেবে এগিয়ে যাওয়াটা যেনন স্বাভাবিক, তেমনিই অপরিহার্য। গত কয়েক বছরে, আমরা উভয় দেশের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আমাদের ভবিষ্য অংশীদারিত্বের জন্য একটি বলিষ্ঠ কাঠামো গড়ে তুলেছি। ২০২২ সালে রেকর্ড সময়ে স্বাক্ষরিত ‘সিটিএ’ (অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও বাণিজ্য চুক্তি) আমাদের অর্থনৈতিক সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করেছে এটি কার্যকর হওয়ার পর থেকে অস্ট্রেলিয়ায় ভারতের রফতানি দ্বিগুণ হয়েছে এবং উভয় দেশের ব্যবসায়ীরা নতুন বাজারে প্রবেশের সুযোগ পেয়ে উপকৃত



হয়েছেন।প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, এখানে পরিচ্ছন্ন শক্তি বা ‘ক্লিন এনার্জি’র সঙ্গে যুক্ত অনেক কোম্পানি উপস্থিত রয়েছে। আমরা ভারতে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, গ্রিন হাইড্রোজেন, সোলার মডিউল এবং উইন্ড টারবাইনের জন্য একটি উৎপাদন-বান্ধব পরিবেশ বা ‘ম্যানুফ্যাকচারিং ইকোসিস্টেম’ গড়ে তুলছি। ভারত ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০০ গিগাওয়াট নবায়নযোগ্য শক্তি উপাদানের সক্ষমতা অর্জন এবং ২০৭০ সালের মধ্যে ‘নেট জিরো’ নিঃসরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। অস্ট্রেলিয়ার প্রযুক্তি, পুঁজি ও সম্পদ এই রূপান্তর প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারে। আমরা ২০৪৭

সালের মধ্যে ১০০ গিগাওয়াট পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি। অস্ট্রেলিয়ার বিশাল ইউরেনিয়াম ভাণ্ডার ভারতের পারমাণবিক অগ্রদূতের সঙ্গে সরাসরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। ভারতের বন্দর, বিমানবড়র, সড়ক, রেলপথ এবং নগর অবকাঠামো ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ার দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ কারীদের জন্য রয়েছে অপর সম্ভাবনা।প্রধানমন্ত্রী মোদী এও বলেন, অস্ট্রেলীয় পেনশন তহবিলগুলি বর্তমানে চার ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি সম্পদ প্রচালনা করছে। ভারতে পেনশন-সংক্রান্ত সংখ্যকে একটি পবিত্র আমানত

হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ভারত আপনার তহবিলের জন্য নিরাপদ, স্থিতিশীল ও সুস্থায়ী প্রবৃত্তির সুযোগ প্রদান করে। আপনার আস্থা এবং মূলধন-উভয়েরই যাতে প্রবৃদ্ধি ঘটে, তা নিশ্চিত করাই হবে আমাদের প্রচেষ্টা। শিক্ষা ও দক্ষতার ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে এক স্বাভাবিক মেলবন্ধন রয়েছে। আমাদের যৌথ লক্ষ্য হওয়া উচিত শিক্ষার্থীদের অবাধ চলাচলকে মেধা-ভিত্তিক অংশীদারিত্বে রূপান্তর করা।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, আমাদের অংশীদারিত্ব কেবল আমাদের নিজ নিজ রাজধানী বা কয়েকটি নির্বাচিত শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয় বরং আমাদের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য, সব আকারের শহর, বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিল্পখাতের সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের এর অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। আমরা প্রস্তাব দিচ্ছি, ভবিষ্যতে আমরা যেন অঙ্গরাজ্য-থেকে-অঙ্গরাজ্য এবং খাত-ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট অংশীদারিত্বগুলো চিহ্নিত করি এবং সেগুলোকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য কৌশল গ্রহণ করি। আমরা আমাদের ব্যবসায়িক অংশীদারিত্বকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমি নিশ্চিত, আজকের এই আলোচনা নতুন ধারণা, নতুন অংশীদারিত্ব এবং নতুন প্রকৃতিস্ত্রি জন্ম দেবে।

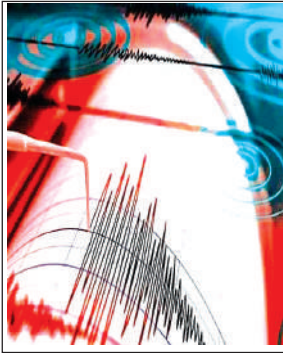
পশ্চিম এশিয়ায় আবারও অস্থিরতা! ইরানে ফের হামলা শুরু আমেরিকার

ওয়াশিংটন, ৯ জুলাই (হি.স.) নতুন করে আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠছে পশ্চিম এশিয়া। বুধবার মধ্যরাত্রে ইরানে নতুন করে হামলা চালায় আমেরিকা। হরমুজ প্রণালীর কাছে বাণিজ্যিক জাহাজে হামলার প্রত্যাহাত শুরু করে মার্কিন বাহিনী। সে দেশের উপসাগরীয় উপকূলের কাছাকাছি দক্ষিণাঞ্চলীয় দু’টি এলাকা বন্দর আব্বাস এবং সিরিকে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে। বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে কোনোরাক এবং চাবাহার এলাকার কাছেও।ইরানে নতুন করে হামলা চালালো বিশ্বের বিষয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, আমরা তাদের ওপর ২০ গুণ বেশি শক্তিশালী আঘাত হেছি। প্রতিবার তারা আমাদের ওপর আঘাত করলে আমরা তাদের ওপর ২০টি আঘাত হানব। গত রাতের ঘটনার প্রতিশোধ হিসেবেই এটি করা হয়েছে। আসলে তারা দু’টি নয়, তিনটি বাটে

আঘাত করেছিল। যখন তারা আঘাত করে, আমরা তাকে ঘুরে অনেক বেশি জোরালোভাবে পাল্টা আঘাত করি।ইরানে হামলার স্বপক্ষে আমেরিকার সেন্ট্রাল কমান্ড একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। এক্স মাধ্যমে সেন্ট্রাল কমান্ড জানিয়েছে, হরমুজ প্রণালীতে বাণিজ্যিক জাহাজ ও নীরহ সোসামরিক নাবিকদের ওপর হামলা চালানোর ক্ষেত্রে ইরানের সক্ষমতা আরও কমিয়ে আনার লক্ষ্যে, ৮ জুলাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্ট্রকম) বাহিনী ইরানের বিরুদ্ধে আরও এক দফা হামলা চালিয়েছে। মার্কিন বাহিনী ইরানের উপকূলীয় অঞ্চলজুড়ে প্রায় ৯০টি সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনেছে এর মধ্যে রয়েছে আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, উপকূলীয় নজরদারি ব্যবস্থা, ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন মজুত করার স্থান, নৌ-সক্ষমতা এবং সামরিক লজিস্টিকস বা রসদ সরবরাহ সংক্রান্ত অবকাঠামো।

প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই মহারাষ্ট্রে ভূমিকম্প, ৪ বার কম্পন অনুভূত

মুম্বই(সংবাদ সংস্থা), ৯ জুলাইঃ একটানা প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই মহারাষ্ট্রের মারাঠাওয়াড় অঞ্চলের নানদেদ, হিন্দ্গেলি ও প্রভানি জেলায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, বুধবার রাত ১টা ৩৭ মিনিট থেকে বৃহস্পতিবার ভোর ৩টে ২৬ মিনিটের মধ্যে চারবার কম্পন অনুভূত হয়।রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৪.৬, ৩.৬, ৩.৯ এবং ৪.১। ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র ছিল হিমোলি জেলার শিবালি গ্রামে মাত্রি ১০ কিলি গভীরে। যে সময় কম্পনগুলি অনুভূত সেই সময় বেশির ভাগ



লোকজনই ঘুমিয়েছিলেন। তবে ভূমিকম্পে কেউ হতাহত হননি। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় ক্ষয়ক্ষতির ঘটনাও ঘটেনি।

ভূমিকম্পবিধ্বস্ত ভেনেজুয়েলায় ‘ অপারেশন অ্যামিস্তাদ ’ সফলভাবে সম্পন্ন, দেশে ফিরছে ভারতীয় সেনার মেডিক্যাল দল

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৯ জুলাই : ভেনেজুয়েলায় ভূমিকম্প-পরবর্তী মানবিক সহায়তা ও দুর্যোগ মোকাবিলা অভিযানে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের পর ‘ অপারেশন অ্যামিস্তাদ’ শেষ করে দেশে ফিরতে শুরু করেছে ভারতীয় সেনার মেডিক্যাল দল। অভিযানের সময় ভারতীয় সেনার কিন্তু হাসপাতাল ১,৯০০-রও বেশি ভূমিকম্প-পীড়িত মানুষকে জরুরি চিকিৎসা, ট্রমা কেয়ার, অস্ত্রোপচার ও নিবিড় পরিচর্যার পরিষেবা প্রদান করেছেগত বুধবার ভারতীয় সেনা জানিয়েছে, দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ভেনেজুয়েলায় ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর মানবিক সহায়তার উদ্দেশ্যে ২৬ জুন ‘ অপারেশন অ্যামিস্তাদ’ শুরু করা হয়। ভারত থেকে পাঠানো কমপোজিট টাস্ক ফোর্স ২৮ জুনের মধ্যেই রাজধানী কারাকাসের লারিনকোভা এলাকায় একটি পূর্ণাঙ্গ ফিল্ড হাসপাতাল স্থাপন করে।আগ্রার ৬০ প্যারা ফিল্ড হাসপাতাল থেকে পাঠানো ৪১ সদস্যের বিশেষজ্ঞ মেডিক্যাল দল স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে উদ্ধার ও চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনা করে। অভিযানের সময় ১,৯০০-রও বেশি আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে জরুরি চিকিৎসা, ট্রমা ম্যানেজমেন্ট, অস্ত্রোপচার এবং ক্রিটিক্যাল কেয়ার পরিষেবা দেওয়া হয়। পাশাপাশি, স্থানীয় চিকিৎসকদের ব্যবহারের



জন্য দুটি উন্নতমানের পোর্টেবল জরুরি চিকিৎসা ব্যবস্থা (অ্যাম্বুলাড পোর্টেবল ইমার্জেন্সি মেডিকেল সিস্টেম) হস্তান্তর করা হয়।ভারতীয় বায়ুসেনার দুটি সি-১৭ প্রোবামাস্টার পরিবহণ বিমান প্রায় ৩৫ টনেরও বেশি চিকিৎসা সামগ্রী, ত্রাণসামগ্রী এবং দুটি কিউব পোর্টেবল হাসপাতাল ভেনেজুয়েলায় পৌঁছে দেয়। ভারতীয় সেনার এই মানবিক উদ্যোগে অভিজ্ঞ উদ্ধারকর্মী ও চিকিসকদের দল স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যৌথভাবে উদ্ধার অভিযান, জরুরি চিকিৎসা এবং ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করে।প্রায় ২গুণাহ ধরে সফলভাবে অভিযান চালানোর পর ৪১ সদস্যের ভারতীয় মেডিক্যাল দল ধাপে ধাপে দেশে ফিরতে শুরু করেছে। ভারতীয় সেনা জানিয়েছে, মানবিক সহায়তার প্রীতি ভারতের অঙ্গীকারের প্রতিকলন হিসেবেই ‘ অপারেশন অ্যামিস্তাদ’ পরিচালিত হয়েছে এবং এই অভিযান দুই দেশের পারস্পরিক সহযোগিতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

জলমগ্ন কলকাতার একাধিক এলাকা

কলকাতা, ৯ জুলাই :বৃহস্পতিবার দুপুরের একটানা বৃষ্টিতে ফের জলমগ্ন হয়ে পাল কলকাতার একাধিক এলাকা। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস সত্বে কমে দুপুরের পর থেকেই কলকাতার আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা দেখা যায়। বিশেষ করে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, মহাশ্বা গান্ধী রোড, ৩নর্নিয়া এবং সুকিয়া স্ট্রিটের মতো এলাকাগুলিতে জল জমে যায়। আবার দক্ষিণ কলকাতার কামাক স্ট্রিট এবং এক্সাইড মোড়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থলেও জল জমে যাওয়ায় বিপত্তি হয় যান চলাচল, তবে পাশ্পিণ্য ব্যবস্থা করাহয়।

প্রাণবন্ত নীল অর্থনীতিই হবে ‘ বিকশিত ভারত’-এর মূল চালিকাশক্তিঃউপরাষ্ট্রপতি



ভুবনেশ্বর(সংবাদ সংস্থা), ৯ জুলাই : উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণন বৃহস্পতিবার ভুবনেশ্বরের ওড়িশা কৃষি ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (ওইউএটি) ভারতের গভীর সমুদ্রের মস্য সম্পদের সুস্থায়ী ব্যবহারের জন্য একটি যুগান্তকারী জাতীয় উদ্যোগের সূচনা করেছেন। ‘ ব্লু ইকোনমি’-কে জাতীয় সমৃদ্ধির এক রূপান্তরকারী চালিকাশক্তি হিসেবে আখ্যা দিয়ে তিনি মৎস্যমাজকে ‘ বিকশিত ভারত ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে আধুনিক, প্রযুক্তি-চালিত যুগসাে সামুদ্রিক পেশা গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছেন।গভীর সমুদ্রের মৎস্য সম্পদের সুস্থায়ী ব্যবহারের জন্য একটি যুগান্তকারী জাতীয় উদ্যোগের সূচনার মাধ্যমে ভারত এদিন নিজস্ব সামুদ্রিক উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক চিহ্নিত করেছে। উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণন দূরবর্তী জলসীমায় কর্মরত ভারতীয় পতাকাবাহী মাছ ধরার জাহাজগুলির জন্য ‘ লেটার অফ অথরাইজেশন’-এর জাতীয় পর্যায়ে প্রচলনের উদ্বোধন করেন, যা দায়িত্বশীল গভীর সমুদ্রের মস্য শিকার এবং সামুদ্রিক সম্পদ সংরক্ষণের জন্য একটি শক্তিশালী কাঠামো প্রতিষ্ঠা করে। তিনি ‘ ডিপ সি ফিশিং মিশন ডকুমেন্ট’-এরও উন্মোচন করেন, যা রাজ্যের গভীর সমুদ্রের মস্য বাস্তুতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে এবং ‘ ব্লু ইকোনমি’ প্রসারিত করার জন্য একটি কৌশলগত নীলনকশা।ভারতের সামুদ্রিক খাদ্য রফতানি ৭৬ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে এবং এখন ১২০টিরও বেশি দেশে পৌঁছয়, এই তথ্যের ওপর জোর দিয়ে উপরাষ্ট্রপতি ডিজিটাল অনুমোদন, জাহাজ ট্র্যাকিং এবং বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত সার্টিফিকেশন মানদণ্ডের মাধ্যমে প্রযুক্তি-চালিত মস্য সেট্টরের আহ্বান জানিয়েছেন। তরুণ ভারতীয়দের মৎস্য ক্ষেত্রে একটি আধুনিক, বিজ্ঞান-ভিত্তিক এবং বিশ্বব্যাপী সুযোগসম্পন্ন পেশা হিসেবে গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, একটি প্রাণবন্ত নীল অর্থনীতিই হবে ‘ বিকশিত ভারত’-এর মূল চালিকাশক্তি।

কেরলম ও মহারাষ্ট্রে আইএমডি-র সতর্কতা, বৃষ্টিতে বেহাল গুজরাটও

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৯ জুলাই :কেরলম ও মহারাষ্ট্রে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করেছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। কেরলমের ১৪টি জেলার মধ্যে ১১টিতে ভারী বৃষ্টিপাতের আশঙ্কায় ‘হদুল সতর্কতা’ জারি করা হয়েছে। ওনাদ জেলায় বৃষ্টিপাতের তীব্রতা কমেছে তবে এই জেলা এখনও হদুল সতর্কতার আওতাতেই রয়েছে। মুম্বই, পুণে-ইহ মহারাষ্ট্রের একাধিক জেলাতেও ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে আইএমডি। এছাড়াও দিল্লি, ত্রিপুরাতেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বিগত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে এমনিতেই বেহাল অবস্থা গুজরাটেও, সেখানেও ভারী বৃষ্টি হতে পারে। বৃহস্পতিবার ভোররাতেই মুম্বলধারে বৃষ্টি হয়েছে দিল্লিতে, প্রবল বৃষ্টিতে কয়েকটি স্থানে রাস্তা জলও জমে যায়।আইএমডি জানিয়েছে, আগামী ২ থেকে ৬ দিনের মধ্যে দিল্লি, হরিয়ানা, চত্তীগড়, পঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, বিহার, উত্তর প্রদেশ, জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী দুই দিন উত্তর অভ্যন্তরীণ কর্ণাটক, সৌরাষ্ট্র, কচ্ছ, দির্ঘর্ষ, রাজস্থান এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কিছু অংশেও অনুরূপ আবহাওয়া বিরাজ করতে পারে।

বাংলাদেশ থেকে মহদিপুর সীমান্ত দিয়ে ফিরলেন একই পরিবারের আরও চার সদস্য

নিজস্ব প্রতিনিধি,মালদা, ৯ জুলাই :বাংলাদেশে আটকে পড়ার প্রায় এক বছর পর বীরভূম জেলার পাইকর এলাকার একটি পরিবারের আরও চার সদস্য বুধবার মালদার মহদিপুর ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে ভারতে ফিরে এলেন। তাদের প্রত্যাবর্তনকে ঘিরে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে স্বস্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে।পরিবারের দাবি, ২০২৫ সালের ২২ জুন দিল্লির রোহিণী এলাকা থেকে দিল্লি পুলিশ সোনালী বিবির স্বামী দানেশ শেখ, পরিবারের অন্যান্য সদস্য সহ কয়েকজনকে আটক করে। এরপর ২৫ জুন তাদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়। বাংলাদেশে পৌঁছানোর পর অনুপ্রবেশের অভিযোগে তাদের আটক করা হয় বলে পরিবারের দাবি। পরে তাদের ভারতে ফিরিয়ে আনার দাবিতে আদালতের দ্বারস্থ হন পরিবারের সদস্যরা।এর আগে ২০২৫ সালের ৫ ডিসেম্বর মালদার মহদিপুর সীমান্ত দিয়ে সোনালী বিবি ও তার এক সন্তান ভারতে ফিরে আসেন। প্রায় সাত মাস পর একই সীমান্ত দিয়ে এবার ভারতে ফিরলেন সোনালী বিবির স্বামী দানেশ শেখ, তার জা সুইটি বিবি এবং সুইটি বিবির দুই সন্তানসীমান্তে প্রয়োজনীয় আইনি ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর তাদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। তবে গোটা ঘটনার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও বিস্তারিত বিবৃতি দেওয়া হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গে জঙ্গলরাজ শুরু হয়েছে, মন্তব্য মথুরা মৈত্রের

নয়াদিল্লি, ৯ জুলাই : পশ্চিমবঙ্গে জঙ্গলরাজ শুরু হয়েছে বলে মন্তব্য করলেন তৃণমূল সাংসদ মথুরা মৈত্র। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ধর্ষণ ও মৃনে অন্যতম প্রধান অভিযুক্তের পুলিশের গুলিতে মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে এই অভিযোগ করেছেন তিনি।বুধবার দিল্লিতে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মথুরা বলেন, বাংলায় এক রক্তক্ষমী দিন। বাংলায় ইতিহাসে এই প্রথম ‘সাদা’ ‘এনকাউন্টার’ মৃত্যুর ঘটনা দেখলাম। বাংলা আনুষ্ঠানিকভাবে ‘ইউপি ২০’-তে পরিণত হলো। বাংলায় এনকাউন্টার বা পুলিশের গুলিতে মৃত্যুর ঘটনা আগে কখনও দেখা যায়নি। বারুইপুরে ১১ বছরের এক শিশুকে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় গ্রেফতার হওয়া প্রধান অভিযুক্ত-বিনি আসলে একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলেন-সেই প্রভাস মণ্ডল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের গুলিতে (এনকাউন্টারে) নিহত হয়েছেন। পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী,



অপরূপের স্থানটি পুনর্নির্মাণের জন্য তাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হলে সে এক পালিশকারির বন্দুক নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে এবং গুলি চালায় ফলে পুলিশ তাকে গুলি করে হত্যা করতে বাধ্য হয়। যদি সত্যিই এমনটা ঘটে থাকে-অর্থাৎ পুলিশের দাবি যদি আমরা বিশ্বাস করি যে সে রিভলবার নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল-তবে এনকাউন্টার বা পুলিশের গুলিবিধিময়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর কিছু নিয়মকানুন রয়েছে।

স্বাস্থ্যকর্মীদের কাজের ক্ষেত্র আলাদা করতে পৃথক রঙের ’ব্যাজ’ চালুর নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৯ জুলাই :বৃহস্পতিবার সকালে আচমকই স্বাস্থ্য ভবনে যান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সঙ্গে ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শরদ্বত মুখোপাধ্যায় ও স্বাস্থ্য সচিব। মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, চিকিৎসা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনতে এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের কাজের ক্ষেত্র আলাদা করতে নার্স, চিকিট্রিটি ও ট্রলি চালকদের জন্য আলাদা আলাদা রঙের ’ল্যামিনেটেড ব্যাজ’ চালুর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, হাসপাতালে ভালো পরিবেশের জন্য নজরদারি দরকার। হাসপাতাল গুলিতে যারা কাজ করেন, তারা যথেষ্ট অভিজ্ঞ। তাদের শুধু কাজ করার পরিবেশ করে দিতে হবে। স্বাস্থ্যকর্মীদেরও সরকার নিরাপত্তা দেবে।

রাশিফল

মেৰঃ দিনের প্রথম দিকটি চালাপসার ব্যাপারে বিস্ত্রি, চিত্তা ও খরচ নিয়ে কাটবে। আর দ্বিতীয় ভাগটি জীবন ও আর্থিক বিষয় সম্বন্ধে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসবে। ব্যবসায়ীদের জন্য আজকে একটি লাভজনক দিন। মধ্যাহ্নভোজের পরে আপনাকে কোনও অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সামলাতে হতে পারে।
বৃষঃদিনের বেলা আপনি ভালো অর্থ উপার্জন করবেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে আপনি রোজগার করছেন। আপনি যদি কোনও ব্যবসা চালান, তাহলে এই সময়টি আপনার জন্য বিশেষভাবে ভালো যাবে।
শুভদিন
মিথুনঃ আজ আপনার প্রেম জীবনে আকর্ষণ বৃদ্ধির চেষ্টায় আপনি থাকবেন।দিনের প্রথম ভাগে সময়টি কিছুটা কৌশলীভাবে চলতে হবে। এমনকি কাজের জায়গায় আপনাকে কিছুটা অনভিপ্রেত পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হতে পারে। বিবাহের যোগ।
কর্কট রাশি : আজ আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে আপনার বিচ্ছেদ ঘটতে পারে। যাই হোক, সম্পর্কে কোনও রকমের ঝুঁকি এড়াতে জীবনসঙ্গীর সঙ্গে আপনার নিয়মিত যোগাযোগ রাখা উচিত।
শুভদিন।
সিংহঃ আপনার প্রেমজ জীবন আজ সংঘাত এবং নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে যাবে।যে-কোনো মুহূর্তেই সমস্যা এবং বিশময়কর কিছু আপনার সাথে ঘটতে থাকবে। অতপূর্ব, আপনার সম্মুখে যা কিছু আসতে চলেছে তার জন্য প্রস্তুত থাকুন।
কন্যাঃআর্থিক দিক থেকে আজকের দিনটি মিশ্র যাবে। প্রথমার্ধ ঘটনাবিধীন যেতে পারে। যদিও, দ্বিতীয়ার্ধে আপনার কিছু খরচ হতে পারে। সব মিলিয়ে দিনটি খুব খারাপ নয়। কর্মক্ষেত্রে আপনি আপনার জোরালো মতামত খোলাখুলি জানানো অর্থ ব্যয়।
তুলাঃ আপনি নানা জিনিসের পেছনে অর্থ খরচ করতে চাইবেন। আপনার চাকরি বা বাসার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছুর পেছনের আপনি অর্থ ব্যয় করতে পারেন। অর্থ ব্যয়।
বৃশ্চিকঃ আপনার জীবনসঙ্গীর মনে হতে পারে যে আপনি তার কাছে খুব বেশি দাবি জানাচ্ছেন ও তাকে নিয়ে সন্দেহ। আপনার মনের ভাব প্রকাশ করা ভালো, কিন্তু খেয়াল রাখুন যে বেশি বাড়াবাড়ি করছেন না। মনে করা হচ্ছে, ব্যবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটি ভালো যাবে।
ধনুঃ আপনার মানসিক স্থিরতা আপনাকে সত্যিই রোমান্টিক হতে তুলবে। আপনার প্রিয়অমকে খুশি করার জন্য আপনি হয়ত কোনো সুন্দর গানও গাইবেন। প্রেম হবে।
মকরঃ আজকে প্রথম অর্ধ আর্থিক দিক থেকে নিস্তেজ থাকবে, কিন্তু ব্যাডির প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের পেছনে ও সম্ভবত নতুন গাড়ি কেনায় খরচ করার ফলে দ্বিতীয় ভাগটি উত্তেজনারূপে হয়ে উঠবে।
কুম্ভঃ আপনার সঙ্গী আপনাকে প্রয়োজনীয় নৈতিক সমর্থন যোগাবেন। আর্থিক ক্ষেত্রে আজকে আপনি নিয়তি আপনাকে যা দেবে তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবেন। না আপনি অতীতের কোনো খরচ নিয়ে আফসোস করবেন, না আপনাকে অসাধ্য ও আবাস্তর কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা রাখবেন।
মীনঃ আপনার কেয়িয়ারে আজ আপনার সমস্ত চিন্তাভাবনা কেন্দ্রীভূত থাকার কারণে প্রেমের ক্ষেত্রটি অবহেলিত হতে পারে। সেইসঙ্গে আপনি উদ্বিগ্নও থাকতে পারেন। সংসারে শান্তি আসতে পারে আজকে। আর্থিক উন্নতি হবে।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আগাতত ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টিই প্রত্যাশিত। উত্তরবঙ্গে অবশ্য ১০ জুলাই, শুক্রবার পর্যন্ত ভারী থেকে ওই ভারী বৃষ্টি হতে পারে। মূলত পাহাড়ঘেঁষা দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমপুন্ড, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই জেলাগুলিতে জারি করা হয়েছে সতর্কতা।আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলাতেই আপাতত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টিই হবে। তাপমাত্রায় বিশেষ হেরফেরও হবে না। তবে, উত্তরবঙ্গে আগামী ২৪ ঘণ্টাও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৩ ডিগ্রি বেশি।।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯২ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৭৬শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫৪মিনিট এবং রাত ০৮ টা ৫০মিনিট।
ভাটা-বেলা ০২টা ৪৪মিনিট এবং রাত ১০টা ৪২ মিনিট।
সূর্যঃউদয় সকাল ৪ টা ৫৯মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৯মিনিটে হতে পারে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব

দূরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২১৯ সংখ্যা, শুক্রবার, ২৫ আষাঢ়, ১৪৩৩

বিপ্লবী নগেন্দ্রনাথ

সেই সময় ভারতজুড়ে দাউ দাউ করে জ্বলছে স্বাধীনতার আগুন। দেশমাতৃকার মুক্তির ডাক কানে বাজলেই কিশোর হৃদয়েও বড় ওঠে। এমনই অদম্য সাহস আর অটল সংকল্প নিয়ে ইতিহাসের মাটি থেকে উঠে এসেছিলেন ভোজপুর-স্রীহট্টের এক নিভীক যুবক: যিনি ‘গিরিজা বাবু’ নামে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন বিপ্লবীদের গোপন জগতে। বাল্যবয়সেই বন্ধুকের শব্দ তার কাছে ছিল খেলনার মতো, আর ইংরেজদের অত্যাচার ছিল তাঁর ধমনীতে আঙন ছড়ানো চ্যালেঞ্জ। প্রথম স্তবক শেষ হতে না হতেই পাঠক বুঝে গেছেন হয়তো; এই গল্প এক মহাবিপ্লবীর, এই গল্প নগেন্দ্রনাথ দত্তের। ১৮৯৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। পিতা গোবিন্দচন্দ্র দত্ত সিলেটের সুনামগঞ্জের নামজাদা উকিল; বুদ্ধি, শৃঙ্খলা আর দেশপ্রেমের মিশেলে যাঁর কাছে ছেলের মনে জেগেছিল বিদ্রোহের বীজ। ছোটবেলায় ব্রিটিশদের কাজকর্ম তাকে আকৃষ্ট করলেও, শীঘ্রই সেই আকর্ষণ পরিণত হয় প্রতিরোধে। মাত্র ১৪ বছর বয়সে পিতার কাছের শেখেন বন্ধক চালানো; সাহস তখন এমন পর্যায়ে যে একদিন বন্ধুদের সঙ্গে রিভলভার চালানোর অনুশীলনে নিজের উরুতেই লাগে গুলি; রক্ত ঝরে, ব্যথা ওঠে, কিন্তু মনোবল একটুও টলে না। সুনামগঞ্জে আইন পড়তে পড়তেই তিনি বাঁপিয়ে পড়েন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে। পরে অনুশীলন সমিতিতে যোগ দিয়ে নিজের গ্রামেই প্রতিষ্ঠা করেন আলাদা শাখা; যেনে এক কিশোর জেগে উঠেছে দেশের ভবিষ্যৎ রক্ষার প্রহরী হয়ে। ১৯০৮ সালে পুলিন দাস প্রেঞ্জার হয়ে দণ্ডিত হলে অনুশীলন সমিতির দায়িত্ব আরও ভার করেন নগেন্দ্রনাথের কাঁধে। তিনি হয়ে ওঠেন প্রধান কার্যকর্তাদের একজন। স্বদেশী আন্দোলনকে তীব্র করার জন্য তিনি পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বদেশী ডাকতির পথ বেছে নেন; ইংরেজি শোষণের বিরুদ্ধেই ছিল এই প্রতিশোধের শপথ। বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তি দেওয়া, সংগঠন বিস্তার এবং বিপ্লবীদের রক্ষা ছিল তার নিরলস কাজ। মহান বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে তিনি উত্তর ভারতজুড়ে বিপ্লবী সংগঠন জোরদার করতে। পরে বসু দেশত্যাগ করলে সংগঠন ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়; কিন্তু নগেন্দ্রনাথ তখন সিংহহৃদয় নিয়ে বিপ্লবীদের একত্র করার লড়াই চালিয়ে যান প্রাণপণে। ১৯১৫ সালে তিনি বেনারস যড়যন্ত্রে সক্রিয় ভূমিকা নেন; যা ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম দুর্ঘট অধ্যায়। এই যড়যন্ত্রের সূত্র ধরে সেই বছরই ব্রিটিশ পুলিশ প্রেঞ্জার করে তাকে। বিচার শেষ হতে না হতেই শুনতে হয় নির্মম রায়; যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। কিন্তু শৃঙ্খল তাঁকে বেঁধে রাখতে পারেনি। চার বছর কারাগারে যে আমনিবন্ধে নিযতন চলে, তার প্রতিবাদে তিনি অজ্ঞল ত্যাগ করেন; শরীর কয়েক ঘণ্টে থাকে, অথচ মনোবল থাকে অটুত। আথা জেলের নোংরা সাঁতপর্ন্তে পরিবেশে তিনি আক্রান্ত হন আমাশয় রোগে। চিকিৎসার নাম করে যে সামান্য যত্ন দেওয়ার কথা, তা পশুও পাননি; যেনে মৃত্যুকৈই তাকে ধীরে ধীরে টেনে নেওয়ার নির্দেশ পাওয়া হয়েছিল। অবশেষে, ১৯১৮ সালে মাত্র বিশের কোঠাতেই নিড়ে যায় এক উজ্জ্বল বিপ্লবীর জীবন। চিকিৎসার অভাবে, অবহেলার শৃঙ্খলে, অথচ বুকভরা দেশপ্রেমের উজ্জ্বল আলো জ্বেলে রেখে চলে যান নগেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর মৃত্যু ছিল কষ্টের, কিন্তু তাকে লুকিয়ে ছিল এক অশেষ মাধুর্য; দেশের জন্য প্রাণ দেওয়ার গর্ব, স্বাধীনতার জন্য অটল আত্মত্যাগ।

জাদুপ্রেমিক অজিতকৃষ্ণ

রসসাহিত্যিক, জাদুকর এবং সঙ্গীতজ্ঞ অজিতকৃষ্ণ বসু জন্মগ্রহণ ৩ জুলাই, ১৯১২ সালে। রসসাহিত্যিক হলেও জাদুবিদ্যা ও সঙ্গীতেও তিনি পারদর্শি ছিলেন। অ কু ব নামেই তিনি অধিক পরিচিত ছিলেন। ঢাকার গ্যাভেলিয়ায় তাঁর জন্ম। পড়াশোনা ঢাকার জগন্নাথ কলেজ ও কলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজে। ১৯২৬-এ, মাত্র ১৪ বছর বয়সে ‘খোকাখুক’ মাসিকপত্রে প্রকাশিত অনুবাদ-কবিতা দিয়ে লেখালিখির সূত্রপাত। কৌতুকরসের কবিতা-গল্প-উপন্যাসই লিখেছেন বেশি। ‘শনিবারের চিঠি’তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত ‘পাগলা গারদের কবিতা’ তাঁর অন্যতম সেরা রচনা। ইংরেজি কৌতুককবিতা লিখেছেন ‘শঙ্করস উইকলি’তেও। ডি জে কিমার ও ডাকব্যাক ক্লোপ্পানিতে বিজ্ঞান ও প্রচ্যুরের কাজে কর্মজীবন শুরু। পরে ইংরেজির অধ্যাপনা গাবেরডাঙা কলেজ ও আশুতোষ কলেজে। জাদুসম্রাট পি সি সরকারের বাল্যবন্ধু অজিতকৃষ্ণ জাদুবিদ্যা নিয়ে লেখালিখিও করেছেন। সঙ্গীতশিক্ষার হাতেখড়ি কৃষ্ণচন্দ্র দে’র কাছে। তালিম নিয়েছেন উস্তাদ গুল মহম্মদ খাঁ ও তারাপদ চক্রবর্তীর কাছে। সে কথা আছে গুস্তাদ কাহিনী গ্রন্থে। ১৯২৬ সালে মাত্র ১৪ বছর বয়সেই খোকাখুক প্রতিকায় অনুবাদ কবিতা প্রকাশের মধ্য দিয়ে তাঁর কাজজীবনের শুরু। তিনি বেশ কিছু সাহিত্যপ্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। সে-সময়ের জনপ্রিয় পত্রিকা ‘শনিবারের চিঠি’-তে তাঁর ধারাবাহিক লেখা ছাপা হত। ১৯৫৬ সালে সেই কবিতাগুলি ‘পাগলাগারদের কবিতা’ নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়। তাঁর কবিতায় হাস্যরসের প্রাধান্য বেশি। বিজ্ঞানের নানান বিষয়সহ অনেক জটিলতর ভাবনাকেও তিনি সরল শব্দচয়নে ফুটিয়ে তুলতে পারতেন। পাগলা গারদের ছড়া-কবিতায় তিনি লিখেছেন- কাক ডাকে কা-কা বলে, কাকা তবু টুপচাপ/ আকারের মেঘ থেকে জল ঝরে বুপপাপ। দেওয়ালের ঘড়ি বাজে আনমনে ডিং ডং/জল ঝরা থেকে আনে রামধনু তিন রং।’’ ‘ও এক নদী বহু তরঙ্গ’, ‘বিধাতা’ (১৯৬৩), ‘চন্দ্রপূরের কাহিনী’ (১৯৬৬), ‘ম্যারিনা গ্যান্টিন’ (১৯৬৭), ‘নন্দিনী সোম’, ‘সৈকত সুন্দরী’ প্রভৃতি তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। মার্ক টোয়েন এবং ন্যাথ্যালিয়েন হর্নের বেশ কিছু গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেও জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে জীবনে উদ্ভিত করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা সিদ্ধা হোক বা অর্ত হোক।

মা সারদা দেবী

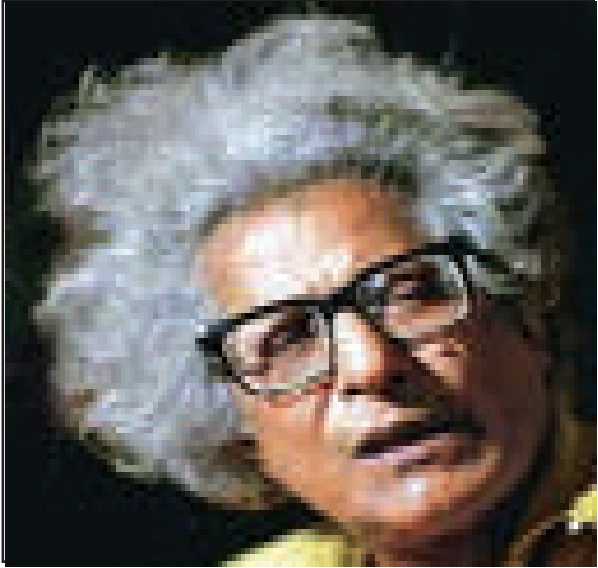


মা সারদা দেবী বললেন,মা তাঁর শক্তি দিয়ে সন্তানদের জীবনকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করেন। আসলে মায়ের শক্তিরই হচ্ছে পরম শক্তি। এই শক্তির কোনও ক্ষয় নেই। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজীবী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। দেব

সুভাষ মুখোপাধ্যায় সাম্যবাদের কবি ছিলেন

অভিজিৎ ব্যানার্জি

সাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় পরাগোগমন করেন ৮ জুলাই, ২০০৩ সালে। কবিতা তাঁর প্রধান সাহিত্যক্ষেত্র হলেও ছড়া, রিপোর্টাজ, ভ্রমণসাহিত্য, অর্থনীতি মূলক রচনা, বিদেশি গ্রন্থের অনুবাদ, কবিতা সম্পর্কিত আলোচনা, উপন্যাস, জীবনী, শিশু ও কিশোর সাহিত্য সকল প্রকার রচনাতেই তিনি ছিলেন সিন্ধবন্ত। সম্পাদনা করেছেন একাধিক গ্রন্থ এবং বহু দেশি-বিদেশি কবিতা বাংলায়



অনুবাদও করেছেন যত্নস্বে। তাঁর কবিতা চড়া সুরে বাধা হলেও অনেক সহজবোধ্য। কথরাীতিতে রচিত তাঁর কবিতায় আছে বঙ্গ, সহতহ আবেগের প্রকাশ ও নিপুণ শিল্পককার অভিজ্ঞতা। ১৯৪০-এর দশক থেকে তাঁর আ-রম্যাত্মিক অকপট কাব্যভঙ্গী পরবর্তীকালের কবিদের কাছেও অনুসরণীয় হয়ে ওঠে। সমাজের তৃণমূল স্তরে নেনে গিয়ে সেই সমাজকে প্রত্যক্ষ করে তবেই কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত হতেন তিনি। আদর্শ তাঁর কবিতাকে দিয়েছিল অভাবনীয় জনপ্রিয়তা। তবে কবিতার মাধ্যমে একটি বার্তা পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে গিয়ে তিনি কবিতাকে রসহীন ও সৌন্দর্য হীন করে ফেলেননি; এখানেই তাঁর কৃতিত্ব। বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় পরিবর্তন এসে শেষ জীবনে। কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে হন বিতর্কিত। কিন্তু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর হিমালয়প্রতিম অবদান অনস্বীকার্য। প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য এসে গেছে ধ্বংসের বার্তা বা ফুল ফুটুক না ফুটুক/আজ বসন্ত প্রভৃতি তাঁর অমর পংক্তি বাংলায় আজ প্রবাত্তমূল। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে

মামাবাড়িতে। পিতা ক্ষিত্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মা যামিনীদেবী। পিতা ছিলেন সরকারি আবারগি বিভাগের কর্মচারী; তাঁর বদলির চাকরির দৌলতে কবির ছেলেবেলা কেটেছিল পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে। তাঁর ছেলেবেলার প্রথম দিকটা, যখন তাঁর বয়স তিন-চার, সে সময়টা কেটেছে কলকাতায়, ৫০ নম্বর নেবুতলা লেনে। একটা ভাড়াবাড়ির দোতলায় যৌথ পরিবারের ভিড়ের মাধে। প্রথমে নগুর্গারি স্কুলে এবং পরে কলকাতার মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন ও

প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ পদাতিক। পরে ছাত্রনেতা বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্ররোচনায় লেগার পাঠি ত্যাগ করে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন। ১৯৪২ সালে পান পার্টির সদস্যপদ। এই সময় সদ্য গঠিত ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের সাংগঠনিক কমিটিতে কবি বিষু দে-র সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তারপর মাসিক ১৫ টাকা ভাতায় সর্বকণ্ঠের কর্মীরূপে যোগ দেন পার্টির জনযুদ্ধ পত্রিকায়। ১৯৪৬ সালে দৈনিক স্বাধীনতা পত্রিকায় সাংবাদিক হিসাবে যোগ দেন কবি। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে কমিউ নিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত হলে বহু কমিউনিস্ট বন্দীর সঙ্গে দু-বার কারাবরণ করেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও। এই সময় তিনি সামিল হন দমদম জেলের অনশন ধর্মঘটে। ১৯৫০ সালের নভেম্বর মাসে পান মুক্তি।

মুক্তির পর কবির জীবনে দেখা দেয় প্রচন্ড অর্থকষ্ট।একটি নতুন প্রকাশন সংস্থায় মাত্র ৭৫ টাকা বেতনে সাব-এডিটর নিযুক্ত হন তিনি। ১৯৫১ সালে সেই চাকরি ত্যাগ করে পরিচয় পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই বছরই পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন সুলেখিকা গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। ১৯৫২ সালে সন্তান কবি ওঠেন বব্বজব্ব এলাকার শ্রমিক বস্তির একটি মাটির ঘরে; আত্মনিয়োগ করেন সেই অঞ্চলের চটকল মজুর সংগঠনের কাজে। পরে কলকাতার বন্দর অঞ্চলে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের কাজও করেন। ১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি ভাগ হলে তিনি থেকে যান পুরনো পার্টিতে। ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দেওয়া হলে ১৪৪ ধারা ভেঙে দ্বিতীয়বার কারাবরণ করেন। এই দফায় ১৩ দিন কারারুদ্ধ ছিলেন কবি। মাঝে কিছু কাল সভাজিৎ রায়ের সঙ্গে একযোগে সন্দেশ পত্রিকাও সম্পাদনা করেছেন তিনি।

তারই সঙ্গে একে একে লিখে গেছেন অগ্নিকোণ, চিরকূট, কাল মধুসাম, ফুল ফুটুক, যত দূরেই যাই, হেলে গেছে বনে, জল সইতে, একটু পা চালিয়ে ভাই প্রভৃতি যুগান্তকারী কাব্যগ্রন্থ; হারোস, অন্তরীপ, হ্যানসেনের অসুখ বা টোলগোবিন্দের আত্মদর্শন প্রভৃতি গদ্যরচনা; চিঠি জুড়ে জুড়ে লেখা চিঠির দর্পনে-এর মতো প্রথাভাঙা উপন্যাস। অনুবাদ করেছেন নাভিম হকমত, পাবলো নেরদা, হাফিজ-এর কবিতা, চর্যাপদ ও অমরশতক ইত্যাদি। ১৯৭০-এর দশক থেকে তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শের পরিবর্তন সাধিত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে অকুণ্ঠ সমর্থন

জোগালেও তিনি পশ্চিমবঙ্গের নকশাল আন্দোলনকে সমর্থন করেননি; কে কোথায় যায় উপন্যাসে এই আন্দোলনের প্রতি তার বিরূপতা ব্যক্ত করেছিলেন। সমর্থন করেন ১৯৭৭ সালের জরুরি অবস্থাকে। এই সময়েই অ্যাক্রো-এশীয় লেখক সমিতির কাজের চাপে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন থেকে দূরে সরে আসতে থাকেন কবি।১৯৮১ সালে রণকৌশল ও অন্যান্য কিছু রাজনৈতিক গ্রন্থে পার্টির সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় পার্টির সদস্যপদ ত্যাগ করেন। এরপর থেকেই বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে তাঁর দূরত্ব সৃষ্টি হয়। ঘনিষ্ঠতা বাড়ে দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক সংগঠনগুলির সঙ্গে। ফলে সৃষ্টি হয় বিতর্ক। ষোড়ের বিপরীতে চলে পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট নেতৃত্বের কাছে ঘৃণিত হন এ-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত এই বিতর্ক তাঁর পিছু ছাড়েনি। যকৃৎ ও হৃদপিণ্ডের অসুস্থতার কারণে দীর্ঘকাল রোগভোগের পর কলকাতায় তাঁর প্রয়াণ ঘটে। পদাতিকঃ পদাতিক কাব্যগ্রন্থের মে দিনের কবিতা শ্রমিক শ্রেণির এক বিজয়কাব্য। ধনতন্ত্রের চূড়ান্ত রূপ ওপনিবেশবাদের উচ্ছেদসাধনের ঋজু প্রত্যয় থাকানে কবির কণ্ঠে, ‘শতাব্দী লাঞ্চিত আর্বের কন্না প্রতি নিঃশ্বাসে আনে লজ্জা; মৃত্যুর ভয়ে ভীরা বসে থাকা, আর না, পরো পুরো যুদ্ধের সজ্জা। প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য এসে গেছে ধ্বংসের বার্তা, দুর্যোগে পথ হার, হোক দুর্যোগ চিনে নেবে যৌন আত্মা।’ এই গ্রন্থেরই বধু কবিতায় রবীন্দ্রনাথের স্মিদ্ধ রোম্যান্টিকতার বিপরীত ধ্বনি শোনা যায়; কতকটা কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো গানের অনুমুদ্রে, ইহার মাঝে কখন প্রিয়তম উধাও; লোক লোচন উকি মারে সবার মাঝে একলা ফিরি আমি -লেকের জলে মরণ যেন ভালো।’ চিরকূট চিরকূট কাব্যটি বাংলা ফ্যাসিবিরোধী সাহিত্যের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। শুধু ফ্যাসিবিরোধিতাই নয়, এই কাব্যে উঠে এসেছে ভারতের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, ১৯৪৩ সালের ভয়াবহ দূর্ভিক্ষের স্মৃতি। স্ফুলিঙ্গ, জবা চাই, প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা! আমার, প্রভু আসবে, এই আশ্বিনে, চিরকূট প্রভৃতি কবিতায় আবেগের বিশ্রুততা, বলিষ্ঠতা, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ আবার আবেগের বিধুরতাত। ঘোষণা কবিতায় দেখা যায়, গঙ্গার জোয়ার এবে লাগে ভক্তদের স্পন্দ, চোখে নব সূর্যোদয় জাগে;মুক্তি বজা।’’ সুভাষ মুখোপাধ্যায় রাজনীতিই সমাজতন্ত্রের সমর্থক। তিনি খেটে খাওয়া মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে কবিতা লিখেছেন।

সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু বন্ধু ‘কথা সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়’

দেবেন্দ্রনাথ খান

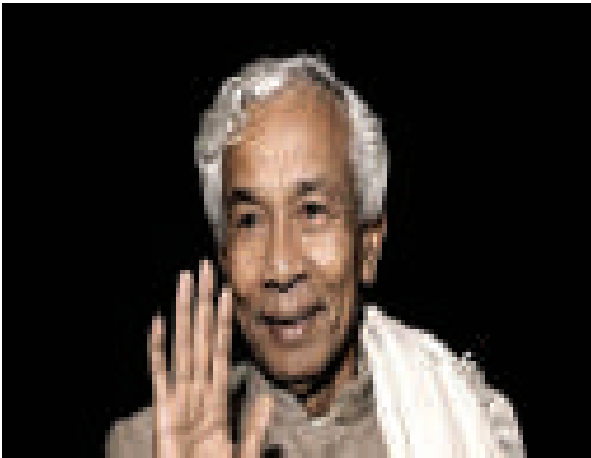
লেখক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুর কথা লিখতে গিয়ে বলেছেন, “মানুষ সুনীলকে যাঁরা জানেন, তাঁরাই খবর রাখেন এই মানুষটির হৃদয়বস্তা কত গভীর ছিল। অধী প্রার্থীকে সে ফেরানি কোনওদিন। বেশ কয়েক বছর আগে ও বেকার ছেলেদের অকাতরে জাহাজভাড়া আর এক হাজার টাকা করে দিয়েছিল আদামানে গিয়ে চাকরি বা কাজ করার জন্য। তখন আদামানে কাজের লোকের খুব চাহিদা ছিল। গাঁয়ের গরিব মেসেদের সাহায্যার্থে খুলেছিল ‘পথের পাচালী’ নামে একটা সংস্থা, বনগাঁয়ে। কত মানুষকে যে গোপনে সাহায্য করেছে তার ইয়ত্তা নেই। বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও আমি তাই বারবার সুনীলকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতাম। ‘দেশ’ পত্রিকার দফতরে আমাদের ঘরে রোজই বিকেলের দিকে জমাটি আড্ডা বসত। শনিবারে সেই আড্ডা হত আরও জমজমাট। কত বিচিত্র বিষয়ে যে কথা হত, তা ভাবলে আজও অবাক হতে হয়। দিব্যেন্দু, সিরাজ, পার্থ বসু, সিদ্ধার্থ ঘোষ, এমনতর অনেকেই জুটে যেত সেখানে। সুনীলের কাছে মেয়েরা আসত বেশি। মহিলা ভক্তের সংখ্যা তারই বেশি ছিল। সুনীল বিশেষে চলে গেলে মহিলা সমাগম হ্রাস পেত। একবার সুনীল আমেরিকা থেকে ফিরে অফিসে এসেছে। সেদিন প্রচুর মহিলা এসেছেন। জোরদার আড্ডা হচ্ছে। কে যেন এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল, শীর্ষেন্দু, কেনম বুঝছেন। আমি কী যেন লিখছিলাম। মুখ না তুলেই বললাম, মীনগণ হীন হয়ে ছিল আমো! আমার পাশে যা সুনীলের সেরাবরে, এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে। এতে পুরুষেরা হোঃ হোঃ হাসলেও মেয়েরা ভারী চটে গিয়েছিল আমার ওপর। বরাবরই সুনীল মোটােসোটা। আমি আড়ালে তাকে তাই ‘মোটকু’ বলে উল্লেখ করতাম। সেই থেকে ‘মোটকু’ ডাকটা আন্দব্বাজরে চালু হয়ে গিয়েছিল। সুনীল শুনেন মূদু-মুদু হাসত। একবার সুনীল রাজস্থানে বেড়াতে গিয়েছে। আমি অফিসে আড্ডায় বসে একদিন খুব সিরিয়াস মুখ করে বললাম, জানো, রাজস্থানের অনেকগুলো উটের পিঠের কুঁজ বেবে গেছে! সবাই উৎসাহ হয়ে জিজ্ঞেস করল, কেন? সুনীল উত্তগুলার পিঠে চেপেছিল যে! এই গল্পও সুনীল শুনেছে এবং বলেছে, শীর্ষেন্দু! বেশে দুষ্টু আছে। এইরকম দুষ্টুমি আমি প্রায়ই করতাম। সুনীলও আমার গুন্দা চার, নিরামিম খাওয়া ইত্যাদি নিয়ে ঠাট্টা করত। বিশেষ করে সুনীল, আমি আর

দিব্যেন্দু ছিলাম খুবই ঘনিষ্ঠ। সুনীলের বৃহত্তর বান্ধববলয় থাকলেও এই তিনজনে অনেক অন্তরঙ্গ কথা হয়েছে দিনের পর দিন। আড্ডায় প্রায়ই মুড়িমাখা খাওয়া হত। আমার জন্য আনা হত আলাপা করে পোঁয়াজ ছাড়া মুড়ি। এ নিয়ে সবাই ঠাট্টা করত, সুনীলও। আমাকে সুনীল প্রায়ই বলত, আমি সর্বভুক বলে আমার কত সুবিধে দেখুন। আমি যে- কোনও দেশে গিয়ে যা ইচ্ছে খেতে পারি। আর আপনাকে হয়তো কোথাও কোথাও উপোস করে থাকতে হবে। মাঝেমাঝে বাইরে গেলে যে আমার উপোস করার মতো দর্দশা হয়, তা সুনীল ভালই জানত। শিলংগয়, গুয়াহাটিতে, আমেরিকায়, আটলান্টিক সিটিতে সেইসব ঘটনার সুনীল তো সাক্ষীও ছিল। আবার দেখেছি আমার গুন্ডাচারের প্রতি কত সতর্ক দৃষ্টি ছিল সুনীল আর স্বাতীর। আটপুত্রের বনায় সুনীলের গাড়িতে বাড়ি ফেরার সময় আমরা টিভোলাি কোর্টের কাছে ফাঁসে গোলাম। বৃক্জল ভেঙে হাটতে হাটতে গড়িয়াহাট পৌঁছেলে সুনীল বলল, শীর্ষেন্দু, আপনার আর আজ যাদবপুরে যাবাওয়ার দরকার নেই, আমার বাড়িতে চলুন। রয়ে গোলাম। সেই রাতে ঐরা স্বামী-স্ত্রী আর ধনঞ্জয় মিলে আমার স্বপাক খাওয়ার সূচারু বন্দোবস্ত করে দিল। তখন আর ঠাট্টা করেনি। অফুদান প্রাণশক্তি ছিল বলে শরীরের ত্যাগকাল সুনীল অনোরদ্রিন করে .নি। মাঝে মাঝে নামমাত্র প্রাতঃ ভ্রমণ ছাড়া কোনও ব্যায়াম ছিল না তার। খাদ্য-পানীয়ের ওপর ছিল না নিরন্তর। সুনীল অকুতোভয়া। কিন্তু আমি ভয় পেতাম। সুনীলের ৭৫তম জন্মদিনের অনুষ্ঠানে গিয়ে সুনীল, আপনাকে কিন্তু অনেকদিন বেঁচে থাকতে হবে। আর বেঁচে থাকার জন্য যা-না করতে হয়, সবই আমাদের মুখ চেয়ে আপানি কষ্ট করবেন। সুনীল নানি একটু হেসেছিল। হাত বাড়িয়ে হাতটা ধরেছিল আমার। সেই হাতের স্পর্শটি যেন আজও আমার হাতে লেগে আছে। সুনীল কি এখন সতিহি আমাদের নাগালের বাইরে? এক অচিনপুরের যাত্রী? সে তো আংশিক সত্য। সুনীলেন অনেকটা চলে গেল ঠিকই, আবার কতটা যে রয়ে গেল। স্মৃতিতে, মননে, ধ্যানে, পাঠে। না থেকেও সুনীল অনেকদিন থেকে যাবে।’’ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যকে যে সব উন্নতমানের গল্প উপন্যাস দিয়ে গিয়েছেন তা আভঙ অঙ্গান হয়ে রয়েছে পাঠকদের কাছে।

প্রথম মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল ঘোষ

শঙ্করলাল কর্মকার

ঢাকার জগন্নাথ কলেজের সেই ল্যাবরেটরি থেকে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ;সর্বত্রই তিনি ছিলেন এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। রসায়নে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হওয়া সেই ছাত্রটি যখন ১৯২০ সালে ডি.এসসি ডিগ্রি অর্জন করলেন, তখন তাঁর সামনে খোলা ছিল নিশ্চিত সাফল্যের এক রাজকীয় পথ। কলকাতার টার্কশালে ভেপুটি অ্যাসেস মাস্টার পদে তিনি ছিলেন প্রথম ভারতীয়। চারদিকে ব্রিটিশ আমলের জাঁকজমক,



রাজকীয় পদমর্যাদা আর অচেল সুযোগ-সুবিধা। কিন্তু তাঁর কানে তখন বাজছিল পরাধীন ভারতের আর্তনাদ। ১৯২১ সালে সেই নিশ্চিত জীবনের নিরাপত্তা এক লহমায় ঝুঁড়ে ফেলে দিলেন তিনি। ল্যাবরেটরির টেস্ট টিউব আর টার্কশালের সোনার মাপকাঠি ছেড়ে তিনি হাতে তুলে নিলেন চরকা আর খন্দর। ‘মথা যখন নেতকুতর হাত ধরে, তখন জন্ম নৈয় এক অদম্য জেদ। প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সেই জেদেরই নাম।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট। রাইটার্স বিল্ডিংয়ের বারান্দায় তখন ভোরের আলো এসে পড়েছে। ভারত স্বাধীন হয়েছে, আর সেই উত্তাল সময়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম ‘প্রধানমন্ত্রী’ (তখন এই নামেই

করেছিলেন পরিচ্ছন্নতা অভিযান। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর ব্যক্তিগত সততা আজও এক লোককথার মতো শোনায়। অফিসিয়াল গাড়িতে নিজের ডায়ালকে পর্যন্ত চড়তে দিতেন না তিনি। ক্ষমতার সেই শীর্ষস্থানে বসেও তিনি ছিলেন এক অকুতদার, নির্দোষ মানুষ। পেনসিলের আঁচড়ে যখন লিখেছিলেন ‘স্বাধীনতার সেই নবলগ্নয়েই দূর্নীতির শিশড় কতটা গভীর পৌঁছে গিয়েছিল।

ট্রান্স্প, মোদি, পুতিন ও নেতানিয়াহু মেসি ভক্ত

রবীন্দ্রকুমার শীল

আর্জেন্টিনা যেভাবে বিশ্বের ফুটবল প্রেমিদের মনকে জয় করে নিয়েছে তা কিন্তু শুধু তার ব্রাজিল বা পর্তুগালের মধ্যে দেখতে পাওয়া গেল না। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন, চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদিও বিশ্বকাপ খেলা দেখেছেন টিভি পর্দায়। বর্তমানে আর্জেন্টিনার এখন বিতর্কের মধ্যে পড়ে গিয়েছে। যদিও সেই বিতর্কের সূত্রপাত করেছেন মিশরের কোচ হোসাম হাসান। তিনি পরিস্কার করে বলেছেন যে এবারে মিশর পরাজয় বরণ করলো একমাত্র রেফারি ফাঁসোয়া লেভেস্কিয়ের জন্য। তিনি জরী মিশরকে ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ থেকে বিদায় নিতে বাধ্য করালেন। ফিফার প্রেসিডেন্ট ইনফান্তিনো যদিও এ ব্যাপারে কোনও মুখ খোলেননি। তবুও মিশরের অভিযোগ নিয়ে ফিফা আলোচনায় বসবে কিনা তাও জানা যায়নি। তবে ফিফা পরিষ্কার করে না বললেও রেফারির সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত বলে ধরে নেবে। রেফারির সিদ্ধান্তের বাইরে কোনও কিছুই ফিফা করবে না। ভার-এর সিদ্ধান্ত যা হয়েছে তাকেই মান্যতা দেবে ফিফা। মিশরে কোচ হাসান এবারে আশা করেছিলেন আর্জে টিনাকে পরাজিত করে বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে গিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু আর্জেন্টিনা যেভাবে শেষ মুহূর্তে মিশরের গোলে পরপর তিনটে গোাল দিয়ে নিজজদের দক্ষতার পরিচয় দিল তাতে অবাক হয়ে গিয়েছিল মিশরের কোচ। তিনি তখন রেফারির দিকে তাক করে মধ্য খুঁজতে শুরু করেন। এদিকে গোটা স্টেডিয়াম জুড়ে মেসির ভক্তরা আনন্দ করতে শুরু করে দিয়েছিল। মিশরের সমর্থকেরা যদিও তাদের চোখে জল ছিল

করাটা খুবই কঠিন ছিল। মিশরের খেলোয়াড়দের মধ্যে হতাশা নিয়ে এসেছিলেন মেসি। তিনিই গোাল করে সমতা ফেরান। তার ফলে মিশরের খেলোয়াড়েরা অবাক এবং হতাশায় ভুগতে শুরু করে। এই মুহূর্তে মেসির সমর্থকের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ইরান, ইরাক, তুরস্ক থেকে শুরু করে পাকিস্তানের মেসির সমর্থকের সংখ্যা কম নেই। ফিফার প্রেসিডেন্ট মেসির সমর্থক কিনা তা অবশ্য জানা যায়নি। তিনি মাঠে উপস্থিত থাকলেও রেফারির সঙ্গে যখন মিশনের কোচ হাসানের সঙ্গে বিতর্ক শুরু হয়েছে এবং ফুর্ক রেফারি মিসরের কোচকে হলুদ কার্ড দেখাচ্ছে তখন ফিফার প্রেসিডেন্ট চুপ করে ছিলেন। তাঁর মুখের ভাব দেখে বোঝাই যাচ্ছিল যে তিনি মাঠের রেফারির বাইরে কোনও কথা বলে নারাজ থাকলেও ফিফার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে রেফারি। এবং ফিফার শৃঙ্খলা কমিটি। বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা হবে। তবে রেফারির সিদ্ধান্তকে বাতিল করে নয়। মিশর ভালো খেলেছে। মিশরের গতিশীল ফুটবল খেলার

লাগে। তবে সেই আঘাতে প্রলেপ লাগিয়ে দিয়েছেন স্বয়ং মেসি একটি গোাল করে। এই মুহূর্তে বিশ্বের সবচেয়ে বিতর্কিত ফুটবল ম্যাচ হল আর্জেন্টিনা বনাম মিশর। মাঠে খেলা শেষ। ফলাফলও প্রকাশিত। কিন্তু মাঠের বাইরে বিতর্ক চলেছে। সেখানে গুরুতর অভিযোগ নিয়ে এসেছেন মিশরের কোচ হোসাম হাসান। যদিও তাঁর অভিযোগের কোনও গুরুত্ব দিতে নারাজ ফিফা কর্তৃপক্ষ। কারণ আর্জেন্টিনাকে জেতানোর পিছনে ফিফার কোনও হাত ছিল না। আসল ব্যাপারটা হয়েছে কি মেসি যেভাবে দলে নিয়ে পরানো থাকে উদ্ধার করে দিয়ে এলেন তাতেই দ্বন্দ্ব মিশর। তারা এখন রেফারি এবং ভার-এর খুঁত ধরতে চেষ্টা করে চলেছে। বিশ্বপাশে একেবারে শুষ্ক করছে মিশরকে বন্যায়ভাবে বিশ্বকাপ ২০২৬ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। আসলে আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়েরা পরিত্রিষ্ট বুঝে খেলার ছক ক্রমশ পাশ্চায়। প্রথম দিকে যে ছকে খেলতে গিয়ে আর্জেন্টিনা পরপর দটি গোাল

খেয়ে গেল তারপরে দেখতে পাওয়া গেল যে খেলার ছক একেবারে পাটে দিয়েছে। মিশরের রক্ষণভাবে প্রবেশ করে গোল করাটা যখন আর্জেন্টিনার পক্ষে অসুবিধার কারণ হয়ে দেখা দিয়েছিল তখন লাং পাশ করে গোাল মুখে আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়দের মাথা লক্ষ্য করে বল দিতে থাকে। তার ফলে আর্জেন্টিনা জয় পেল। মিশরের বন্ধকঠিন রক্ষণভাগ বুঝতে পারলো না যে তাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে আর্জেন্টিনা মিশরের গোলে বল ঢুকিয়ে দিল। মিশরের লক্ষ্য ছিল আর্জেন্টিনার কোনও খেলোয়াড় যেন তাদের গোাল সীমানায় বল নিয়ে প্রবেশ না করতে পারে। সেই কৌশল নিয়েছিল। বারবার গোাল মুখে আর্জেন্টিনা উপস্থিত হয়ে মিশরের রক্ষণভাগ আর্জেন্টিনার কাছ থেকে বল কেড়ে নেয়। তার ফলে আর্জেন্টিনার গোাল করাটা দুর্দ্রহ হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু তারপরে আর্জেন্টিনার ছক একেবারে পাটে দিল। সোজা মিশরের গোাল পোস্টকে লক্ষ্য করে আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়দের মাথা লক্ষ্য করে বল খেলা শুরু হল। তার ফলে মিশর গোাল খেল। নাহলে কিন্তু যে রকম পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল মনে হচ্ছিল ব্রাজিলের মতো আর্জে টিনাও বিশ্বকাপ ২০২৬ থেকে বিদায় গ্রহণ করবে। মিশরের মেসি সমর্থকেরা মেসিকে সমর্থন করলেও দেশের মিশরকে নমন প্রাণে মেনে নিতে পারছিল না। মিশরের বহু সমর্থকেরা একদিকে মেনন তারা মিশরের জয় দেখতে এসেছিল পাশাপাশি তারা মেসির ফেলকিও খোশার ইচ্ছা প্রকাশ করছিল। মেসির ভেলকি যে মিশরের জয়কে ছিনিয়ে নিল সেটা ভয় হয় মিশনের সমর্থকেরা আশা প্রকাশ করতে পারেনি। তারা হতবাক হয়ে গিয়েছিল। উ পস্থিত মিশরের কর্মকর্তারাও নিশ্চিত ছিল আর্জেন্টিনা পরাজিত হচ্ছে তাদের হাতে। কিন্তু সেই নিশ্চিন্তে ছাই ফেলে দিলেন মেসি স্বয়ং।

রোগীকে মেয়াদ উত্তীর্ণ স্যালাইন দেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেদিনীপুর, ৯ জুলাই : হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীকে মেয়াদ উত্তীর্ণ স্যালাইন দেওয়ার অভিযোগ। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় রোগী ICU-তে চিকিৎসাধীন রয়েছে। মেডিক্যাল কলেজে মেয়াদোত্তীর্ণ স্যালাইন বিতর্কের পর হাসপাতালের গুণ্ধ ও স্যালাইন সরবরাহ ব্যবস্থা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। হাসপাতালের অভ্যন্তরীণ সরবরাহ ব্যবস্থার নিয়ম অনুযায়ী, স্যালাইন রোগীর হাতে পৌঁছানোর আগে একাধিক স্তরে তা পরীক্ষা হওয়ার কথা। ফলে কীভাবে মেয়াদোত্তীর্ণ স্যালাইন ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় পৌঁছল, তা নিয়েই তদন্তে জোর দিচ্ছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। স্তরের দাবি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্যালাইন প্রথমে সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোরে আসে। সেখান থেকে সংশ্লিষ্ট মেডিক্যাল কলেজের চাহিদা (রিকুইজিশন) অনুযায়ী কলেজের কেন্দ্রীয় স্টোরে পাঠানো হয়। আবার প্রয়োজনে মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ লোকাল পারচেজের মাধ্যমেও স্যালাইন কিনতে পারে। অনেক সময় জরুরি পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে বিভাগে প্রয়োজনের তুলনায় কিছু অতিরিক্ত স্যালাইন মজুত রাখা হয়। হাসপাতালের পরিভাষায় এই অতিরিক্ত মজুতকে ‘সাব স্টক’ বলা হয়। এর উদ্দেশ্য, গভীর রাতে বা জরুরি পরিস্থিতিতে রোগীকে দ্রুত স্যালাইন বা প্রয়োজনীয় গুণ্ধ দেওয়া। স্বাস্থ্য দফতরের একাংশের মতে, এই পুরো প্রক্রিয়ায় অন্তত দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্তরে মেয়াদ যাচাই করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। প্রথমতে, মেডিক্যাল কলেজের কেন্দ্রীয় স্টোরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী বা আধিকারিক, যিনি স্যালাইন গ্রহণ ও বিতরণের দায়িত্বে থাকেন। দ্বিতীয়ত, সংশ্লিষ্ট বিভাগের সিস্টার বা সিস্টার-ইনচার্জ, যিনি রিকুইজিশন দিয়ে স্যালাইন সংগ্রহ করেন এবং রোগীর ব্যবহারের আগে তা যাচাই করার দায়িত্ব পালন করেন। তদন্তকারীদের মতে, এই দুই স্তরের কোনও একটিতে বা উভয় ক্ষেত্রেই যদি মেয়াদ যাচাইয়ে গাফিলতি হয়ে থাকে, তাহলে কীভাবে মেয়াদোত্তীর্ণ স্যালাইন রোগীর কাছে পৌঁছাল, সেই প্রশ্নের উত্তর মিলতে পারে। তবে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তদন্ত শেষ হওয়ার পরই জানা যাবে।

নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে প্রসেনজিত

কলকাতা, ৯ জুলাই : সোমবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে সাম্প্র্কারের পর, বৃহস্পতিবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে আচমকা বৈঠক



করলেন প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায়। ‘পদশ্রী’ প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায়ের বালিগঞ্জের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেই সময় উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর শুভেন্দু অধিকারী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক এবং বিজেপি নেত্রী লক্‌টে চট্টোপাধ্যায়। অভিনেতার বাড়িতে শীর্ষ বিজেপি নেতৃত্বের এই ১৫ মিনিটের সাক্ষাৎ ঘিরেই প্রথম রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন শুরু হয়। সেই ঘটনার মাত্র তিন দিনের মাথায় বৃহস্পতিবার নবান্নে এসে শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠক করেন। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই বাংলা চলচিತ್ರে তাঁর কয়েক দশকের অবিস্মরণীয় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ দেশের অন্যতম সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান ‘পদশ্রী’ ভূষিত হয়েছেন প্রসেনজিত। এই সম্মান গ্রহণ করতে তিনি দিল্লিতেও গিয়েছিলেন।

আশা কর্মীদের মাসিক বেতন বৃদ্ধি

কলকাতা, ৯ জুলাই : আশা প্রস্তুত মেনে রাজ্য সরকার আশা কর্মীদের মাসিক বেতন বৃদ্ধি করেছে। আগামী মাস থেকে তাদের মাসিক বেতন ৫০০০ টাকা করে বৃদ্ধি করা হবে বলে নারী শিশু ও সমাজ কল্যাণ দপ্তর থেকে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। এর ফলে তাদের মাসিক বেতন ৪ হাজার ২৫০ টাকা থেকে বেড়ে হবে ১১ হাজার ২৫০ টাকা। পাশাপাশি আইসিডিএস এর অধীনে কর্মরত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকাদের মাসিক সামান্যমিক ৫০০০ টাকা করে বাড়ানো হয়েছে। এর ফলে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের মাসিক সামান্যমিকের হার সাড়ে ৪ হাজার টাকা থেকে বেড়ে হবে সাড়ে ৯ হাজার টাকা।

পুশ ইন - পুশ ব্যাক কোন মুভি থ্রিলার থেকে কম নয়, সুনালি, দানেশ ও সুইটি বিবিদের! পিছন ফিরে তাকালেই, গুলি...

দেবশ্রী মজুমদার, বীরভূম, ৯ জুলাই : বোলারশ সীমান্তে শরণার্থীদের বারবার পুশব্যাক ঘটনার উপর নির্মিত বাস্তবধর্মী ও আরোপেধন ছবি হাত তালি কুড়িয়েছে অনেকের। কিন্তু আমাদের দেশের নাগরিকদের পুশ - ইনের ছবি এখনো নির্মিত হয়নি। হতভাগ্য সুনালি- সুইটি বিবিদের জীবনের এক বছর চ্যোদ দিন, কম মর্মস্পর্শী, হৃদয় বিদারী নয়। এই ঘটনা গোটা দেশকে নাড়িয়ে দেয়। নাগরিকের বেনাগরিক করে তোলার কাহিনী। অবশ্যই স্যাালুট ভারতীয় বিচার ব্যবস্থাকে! ২০-২১ বছর দিল্লির রোহিনী পল্লিতে থেকে কাজ করে দিন গুজরান করতে সুনালি খাতুন ও সুইটি বিবিদের পরিবার। কিন্তু গতবছর ২৪ জুন নেমে এলো সেই ভয়ঙ্কর দিন। রোহিনী পল্লী থেকে দানেশ সেখ ও সুইটি বিবিদের বাংলাদেশী সন্দেহে ধরে নিয়ে যায় দিল্লি পুলিশ। সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি আগেই হাতিয়ে নেওয়া হয়। এমনকি অন্তঃস্বস্তা সুনালির পরিবার কাগজ, মোবাইল ফোন। হুমকি দেয়, কথা না শুনলে, সুনালিকে আলাদা পাচার করে দেবে। দানেশ সেখ নিজের জবানিতে বলেন, পুলিশ তার কাছে তিন লক্ষ টাকা চেয়েছিলো। দানেশ জানিয়েছিল, তাদের কাজে রয়েছে ২৫-৬০ হাজার কারণ গ্রামের বাড়ি পাইকর থেকে কুব্বানী সেরে সদ্য ফিরেছে। পুলিশ দানেশের কাজের জয়গার ম্যানেজার, এলাকার সাফাইকর্মী কারো কাছে শোনে নি। সবাই তাদের হয়ে অনুরোধ করেছিলো, ছেড়ে দিন। গরীব মানুষ। আত্মেদকর মেডিক্যাল হাসপাতালে মেডিক্যাল টেস্ট করে, কোর্টে তাদের ভুলে মিথ্যা তথ্য জমা দিয়ে পুলিশ জানালো তারা বাংলাদেশী, কোনো কাগজ তারা জমা দিতে পারে নি। ২৬ জুন তাদের নিয়ে মোট ৭০ জনকে এয়ারপোর্ট থেকে আসামের বুঘবির কাছে বাংলাদেশে কুড়ি গ্রাম সীমান্তে নিয়ে যাওয়া হয়। ক্যাম্পে বাংলাদেশীদের হাতে বাংলাদেশী মুদ্রা দেওয়া হয়। দানেশ সেখদের সঙ্গে দুজন বাংলাদেশী ছিল। একজন একটি পোস্টের কাছে নেমে যায়। আরেকজন দালাল গোছের লোক গাড়ি থেকে তাদের মাথপথে নামিয়ে দেয়। সেখানে বি এস এফ তাদের সামনের দিকে এগিয়ে যেতে বলে। দানেশ জানায়, তখন রাত বারোটো না একটি গাড়ির করতে পারছিলাম না। বর্ষার সময়। থিরি থিরি বৃষ্টি পড়ছিল। হঠাৎ আমাদের ছয় জনকে বি এস এফের একজন বললেন, সামনে ফাঁকা জায়গা দিয়ে দৌড় দিয়ে সরসর করে চলে যাবি। পিছনে তাকালে গুলি করে দেবো। ছেলে বৌ সবাই তাদের হাতে পারে ধরে কাদিতে কলাকাম, শুনলো না। বললে, এই সামনের জঙ্গলে বাঘমারারা আসে, ওরা জানতে পারলে বিপদে পড়বি, কাদিস না। অগত্যা এক পা জল ভুঁয়ে দেড় থেকে দু’দিন হেঁটে চলেছি, বলে চলে দানেশ। সারা রাত মহিলা ও শিশুদের নিয়ে জংলি পথে হাটা। দিনের আলো ফুটলে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হয়ে নদীর জল আর কলার বন থেকে কাঁচা কলা পেয়েই জীবন বাঁচাতে হয়েছে। তারপর কুড়ি গ্রামের একটি বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে সেখানে প্রাণ ভরে একদিন একটি খাওন দাওন হয়েছিল। কিন্তু সেখানে আশ্রয় গেল। দানেশ বলেন, আসলে ওটা ছিলো দালালের বাড়ি। যারা বিজিবি ও বিএস এফের মিদলমান্য। সেই বিজিবিকে ফোন করে আমাদের ধরিয়ে দেয়। তারপর শুরু হলো আরেক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা। দানেশ জানান, বিজিবি অফিসার তাদের



বুঝলাম, আবার পুশ ইন। আল্লাহ কে ডাকতে ডাকতে অন্ধকারে সবাই চলতে লাগলাম। পিছনে দেশের সৈন্য। তারা বন্ধুক তাক করে আমাদের দিকে। সামনে বিদেশী সৈন্য। আমরা কোথাকার! কোন দেশের! ঠিকানা হাড়া, ঠিকানার খোঁজে। ছেলেরা ভয়ে কাদতে ভুলে গেছে। সুনালির হাটতে কষ্ট হচ্ছে। উপায় নেই। ১০ কিমি হেঁটে একটা নদী পেলাম আমরা। পড়ে শুনেছি ওটার নাম নাকি দুধকুমার। ভারতে শঙ্কোস বলে। জিঞ্জির নৌকা টেনে পেড়িয়ে একটা বড়ো নদী দেশলাম। সেখানে বাঁকের সেতু। ধরলা নদী পেরিয়ে সোনাহাটি বন্দর যাওয়া যায়। এরপর দেশলাম আরেকটা বড়ো নদী। এক ফোঁটা পানি নাই। হেঁটে পেরোলাম। বোধহয় ওটা তিস্তা নদী। দানেশ বলে, সোজা ঢাকা মেট্রো শহরে হাজির হলাম আমরা। একটা বাড়িতে বললাম, আমাদের কাছে একটা ফোন নাম্বার আছে, একটু ফোন করতে দিন। বাড়িওয়ালা বললো, কাজ করো তারপর ফোন করতে দেবো। তার বাড়িতে তিন দিন রাজমিস্ত্রির কাজ করার পর, একটু খেতে আর ফোন করতে দেয়। দানেশ জানায়, সুইটিবির মামাতো ভাই আমির খানের কাছ থেকে ঢাকার ফারুক সৈখের নাম্বার পায় সে। সেই নাম্বারে ফোন করে অনেক সময়টা মিটে যায়। ততদিনে সুনালি, সুইটি ও ছেলেরা হোটেলে বাসন ধোয়ার কাজ শুরু করে দিয়েছে। ফারুক সেখ একজন চিকিৎসকের ছেলে ও ব্যবসায়ী। তিনি তাঁর নিজের বাড়িতে তিন চার দিন রাখার পর, বাসা বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। কাকা পাণ্ডু, খাবার দাবারের ব্যবস্থা করে দেন। ইতিমধ্যে জানাজানি হয়ে যায় আমাদের কথা। পুলিশ আমাদের জেলে পাঠিয়ে দেয়। তারপর ভারত থেকে মোশাজিল সেখ বাংলাদেশে এসে মামলার তদবির করে। তিন মাস দশ দিন পর সুনালি ও ছেলে সাবেরের জামিন হয়।

পালিতপুরে খুন হওয়া আদিবাসী মহিলার পরিবারের সাথে কথা বলতে এসে বললেন মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু

সৃজিত দত্ত, বর্ধমান, ৯ জুলাই : বিগত দিনের সরকারের আমলে অপরাধীরা ছাড়া পেয়ে যেত, সাজা পের না। কিন্তু বর্তমানে বিজেপি সরকারের আমলে কোন গুন্ডা



অপরাধীরা ছাড়া পারে না এটাই নতুন সরকারের স্ট্যান্ড পয়েন্ট। এই রাজ্যে আর কোন গুন্ডামি চলবে না। অপরাধী ও গুন্ডাদের সাফ করে দিবে এটাতে। দেওয়ানদিথি থানার পালিতপুরে যে আদবাসী মহিলাকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ উঠেছিল, বৃহস্পতিবার তার বাড়িতে এসে পরিবারের লোকজনদের সাথে কথা বলতে এসে এক কথায় রাজ্যের অপরাধী ও গুন্ডাদের উদ্দেশ্যে কড়া বার্তা দিলেন পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু। এদিন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে রাজ্যের মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু ওই মৃত আদিবাসী গৃহবধুর বাড়িতে

ভিত্তিতে দ্রুত তদন্তে নেমে পুলিশ ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই দুই অভিযুক্তকে বুধবার রাতে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের নাম সেখ আজিজুল ও সেখ ভদাই। ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে পাঁচ সদস্যের এক ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ দল। এদিকে ওই নৃশংশ ঘটনার খবর পেয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বৃহস্পতিবার দুপুরে বর্ধমানের পালিতপুরে মৃত ওই গৃহবধুর বাড়িতে যান মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু। তিনি পরিবারের লোকজনের কাছে সেদিনের ঘটনার কথা পুরোটাই শোনেন। তার সঙ্গে ছিলেন বিজেপির জেলা সভাপতি অভিজিত তা সহ অন্যান্য নেতারা। তারা পরিবারের পাশে থাকার

হুগলির তিনটি জুটমিল-সহ রাজ্যের একাধিক জুটমিল খুলতে চলেছে

বনস্পতি দে, হুগলি, ৯ জুলাই : ক্ষমতায় আসার আগেই বন্ধ জুটমিল খোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। পাশাবদলের পরে সেই নিয়েই বড় পদক্ষেপ করেছেন শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং। হুগলির তিনটি জুটমিল-সহ রাজ্যের একাধিক জুটমিল খুলতে চলেছে বলে জানা গেছে। দীর্ঘ অনিশ্চয়তার পরে অবশেষে স্বস্তি। আগামী ১০ জুলাই উঠে যাচ্ছে চন্দননগরের গোন্দলপাড়া জুট মিল, শ্রীরামপুরের ইন্ডিয়া জুট মিল শ্রীরামপুরের হেস্টিংস জুট মিলের সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক। ফলে ফের খুলে যাচ্ছে মিল। হাজার হাজার শ্রমিক পরিবারে এখন খুশির হাওয়া। ছয় মাস আগে বন্ধ হয়ে যায় ইন্ডিয়া জুট মিল। বেকার হয়ে যান প্রায় দুই হাজার শ্রমিক বেকার। চরম আর্থিক সঙ্কটে দিন কাটছিল তাঁদের। একই অবস্থা গোঃদলপাড়া জুট মিলেরও। কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কাজ হারিয়েছিলেন প্রায় চার হাজার শ্রমিক। হেস্টিংস জুট মিলেও কাজ হারিয়েছিলেন প্রায় তিন হাজার জন। তবে মিল খোলার ঘোষণায় মুগ্ধ হলেও শ্রমিকদের একাংশ সারা বছর উৎপাদন চালু রাখার দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি শ্রমুরি বিল নিয়ে সরকারের হস্কেষণও চান তাঁরা। শ্রমিকদের একাংশের অভিযোগ, অতীতে একাধিকবার মিল খুলেও কিছুদিনের মধ্যেই তা ফের বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে অনিশ্চয়তার মধ্যেই দিন কাটাত

হুগলি শেওড়াফুলি এবং হিন্দমোটরে কেন্দ্রীয় এজেন্সির হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ৯ জুলাই : হুগলির শেওড়াফুলি চারাবাগান এলাকায় ইডি হানা। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ তিনটে গাড়ি করে কেন্দ্রীয় বাহিনী সঙ্গে নিয়ে আসে ইডি অধিকারীদের দল। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, পল্টু বড়ালের বাড়িতে ইডি তল্লাশি করছে। পল্টুরা তিন ভাই সকালে বেরিয়ে যেত রাতে ফিরত। বড়াল বাড়ির এক জন খড়গাপুর চিটফান্ড সংস্থা চালাত বলে জানেন তারা। শেওড়াফুলির পাশাপাশি হিন্দমোটরে ভান্সর পল্ডিতেও বাড়িতে সকাল ১১ টার সময় দুটি গাড়ি নিয়ে পাঁচজন অধিকারিকের দল কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সাথে নিয়ে তল্লাশিতে আসে। ইতিমধ্যেই কয়েক ঘণ্টা সম্পন্ন টানা তল্লাশি চলে ভান্সর পল্ডিতেও বাড়িতে। এলাকার বাসিন্দারা জানাচ্ছেন ভান্সর পল্ডিতে একটি বাবসার স্টেশন চেনা বাবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বেশ কয়েকবার বিদেশ সফর ও করেছেন সেই বাবসা সুদ্রে। কিন্তু ঠিক কি কারণে তার বাড়িতে ইডি রেইড হল তা বুঝে উঠতে পারছেন না।

কাদা জল মাথা পোশাক দেখে বাঘমারা চোরা শিকার পাচারকারি মনে করে। দানেশের কাছে নেই টাকা, নেই কোনো নথি। হিন্দিতে নিমের নাম লিখতে পারতো। সেটা দেখেই বিজিবি নিঃসন্দেহ হয়, তারা ইন্ডিয়ান। এতক্ষণ পুশ ইন কবলে তারা ভুগলো। এবার পুশব্যাক। এবার সেই দালাল তাদের দায়িত্ব নিয়ে, বিজিবিকে জানিয়ে দিলে, সেই ম্যানেজ করে দিচ্ছে। কিন্তু কিছুটা হেঁটে কুড়ি গ্রামের একটা ফাঁকা পথ দেখিয়ে সেই দালাল বলে দিলো, সোজা হাটবো। আধ ঘণ্টা গেলেই, আমার লোক থাকবে। সেই তাদের বর্ডার পার করে দেবে। যেহেতু আমরা টাকা দিতে পারি নি, তাই সে সাথে গেলো না। বহু অনুরোধ করেও কোনো লাভ হলো না। বিএসএফ হেড লাইটে তাদের যথারীতি দেখে ফেলে চিৎকার করে ওঠে, রুক্ রুক্। গুলি করে দেবো। ক্যাম্পে নিয়ে লাঠি দিয়ে বেষধক পেটানো হয় আমাকে, বলে দানেশ। লাঠি, ঘুষি চালায়। বন্দুক দিয়ে মারতে গেলে আমি সঙ্গে যেতেই, সেই বন্দুকের আঘাত লাগে আমার ওইটুকু ছেলে সাবের সেখের মাথায়। সুনালিকে থাপ্পড় মারা হয়। সন্তান সম্ভবা বলে মাফ করা হয় নি। সুইটিকেও চড় থাপ্পড় মারা হয়। পরে আমার জামা খুলে পিঠে মারের দাগ দেখে গুণ্ধ দেয়। খাবার ও দেয়। তারপর রাত বারোটো নাগাদ গাড়িতে চাপিয়ে ফের একটা জায়গাতে নামিয়ে দেওয়া হয়। দানেশ বলেন, বিএসএফ বর্ডারে হ্যালোজেন নিডিয়ে বলে সামনের রাস্তা ধরে চলে যা।

বুঝলাম, আবার পুশ ইন। আল্লাহ কে ডাকতে ডাকতে অন্ধকারে সবাই চলতে লাগলাম। পিছনে দেশের সৈন্য। তারা বন্ধুক তাক করে আমাদের দিকে। সামনে বিদেশী সৈন্য। আমরা কোথাকার! কোন দেশের! ঠিকানা হাড়া, ঠিকানার খোঁজে। ছেলেরা ভয়ে কাদতে ভুলে গেছে। সুনালির হাটতে কষ্ট হচ্ছে। উপায় নেই। ১০ কিমি হেঁটে একটা নদী পেলাম আমরা। পড়ে শুনেছি ওটার নাম নাকি দুধকুমার। ভারতে শঙ্কোস বলে। জিঞ্জির নৌকা টেনে পেড়িয়ে একটা বড়ো নদী দেশলাম। সেখানে বাঁকের সেতু। ধরলা নদী পেরিয়ে সোনাহাটি বন্দর যাওয়া যায়। এরপর দেশলাম আরেকটা বড়ো নদী। এক ফোঁটা পানি নাই। হেঁটে পেরোলাম। বোধহয় ওটা তিস্তা নদী। দানেশ বলে, সোজা ঢাকা মেট্রো শহরে হাজির হলাম আমরা। একটা বাড়িতে বললাম, আমাদের কাছে একটা ফোন নাম্বার আছে, একটু ফোন করতে দিন। বাড়িওয়ালা বললো, কাজ করো তারপর ফোন করতে দেবো। তার বাড়িতে তিন দিন রাজমিস্ত্রির কাজ করার পর, একটু খেতে আর ফোন করতে দেয়। দানেশ জানায়, সুইটিবির মামাতো ভাই আমির খানের কাছ থেকে ঢাকার ফারুক সৈখের নাম্বার পায় সে। সেই নাম্বারে ফোন করে অনেক সময়টা মিটে যায়। ততদিনে সুনালি, সুইটি ও ছেলেরা হোটেলে বাসন ধোয়ার কাজ শুরু করে দিয়েছে। ফারুক সেখ একজন চিকিৎসকের ছেলে ও ব্যবসায়ী। তিনি তাঁর নিজের বাড়িতে তিন চার দিন রাখার পর, বাসা বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। কাকা পাণ্ডু, খাবার দাবারের ব্যবস্থা করে দেন। ইতিমধ্যে জানাজানি হয়ে যায় আমাদের কথা। পুলিশ আমাদের জেলে পাঠিয়ে দেয়। তারপর ভারত থেকে মোশাজিল সেখ বাংলাদেশে এসে মামলার তদবির করে। তিন মাস দশ দিন পর সুনালি ও ছেলে সাবেরের জামিন হয়।

ভারতীয় রেলওয়ে দ্বারা রানি কমলাপতি-আগরতলা স্পেশাল এক্সপ্রেস-এর রেক এলএইচবি রেকে আপগ্রেড

মালিগাঁও, ৯ জুলাই : যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য, সুরক্ষা এবং সামগ্রিক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা উন্নত করার লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে, ভারতীয় রেলওয়ে ট্রেন নং ০১৬৬৫ / ০১৬৬৬ (রানি কমলাপতি - আগরতলা -



রানি কমলাপতি) স্পেশাল এক্সপ্রেস ট্রেনে প্রচলিত আইসিএফ কোচের পরিবর্তে আধুনিক লিঙ্কে হফম্যান বুশ (এলএইচবি) কোচ চালু করছে। ট্রেন নং ০১৬৬৫ (রানি কমলাপতি - আগরতলা) স্পেশাল এক্সপ্রেসটি ৯ জুলাই, ২০২৬ তারিখে রানি কমলাপতি থেকে নতুন এলএইচবি রেক নিয়ে যাত্রা শুরু করবে। একইভাবে, ট্রেন নং ০১৬৬৬ (আগরতলা - রানি কমলাপতি) স্পেশাল এক্সপ্রেসটি ১২ জুলাই ২০২৬-এ আগরতলা থেকে নতুন এলএইচবি রেক নিয়ে যাত্রা করবে। আধুনিক এলএইচবি কোচ প্রবর্তন ভারতীয় রেলওয়ের আধুনিকীকরণ প্রচেষ্টায় আরও একটি মাইলফকাণ্ড আত্মাধুনিক প্রযুক্তিতে নির্মিত এই কোচগুলো তাদের ‘অ্যাণ্টি-টেলিস্কোপিক’ ডিজাইনের মাধ্যমে উন্নত সুরক্ষা প্রদান করে এই ডিজাইনটি সংঘর্ষের সময় একটি কোচ অন্যটির ওপর উঠে যাওয়ার সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে। উন্নত সাসপেনশন সিস্টেমের ফলে যাত্রীরা আরও আরামদায়ক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা পাবেন, যা যাত্রাকো আরও সুগম ও স্থিতিশীল করে তোলে। এছাড়াও, এই কোচগুলো অধিক দ্রুতগতিতে চলতে সক্ষম এবং এগুলোয়ের অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জাও উন্নতমানের, যা ভ্রমণকে আরও সুরক্ষিত, দক্ষ ও আনন্দদায়ক করে তোলে। নতুন চালু হওয়া এলএইচবি রয়াকটিভে ২২টি কোচ থাকবে, যা যাত্রীদের নানা ধরনের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন ভ্রমণ শ্রেণিতে পৰ্যাপ্ত আসন-ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। একটি সুরক্ষিত, আরামদায়ক ও যাত্রী -কেন্দ্রিক রেল নেটওয়ার্ক প্রদানের লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, উন্নত সুযোগ-সুবিধা এবং পরিচালনগত দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে যাত্রী পরিষেবা ক্রমাগত উন্নত করতে ভারতীয় রেলওয়ে সর্বদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে প্রথম রাউন্ডে ৩৬ হাজার ৪৩১ জন ছাত্রছাত্রী নাম নথিভুক্ত করেছে

কলকাতা, ৯ জুলাই : রাজ্যে জয়েন্ট এন্ট্রান্সের কাউন্সেলিংয়ের প্রথম পর্ব সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলির সব আসন পূর্ণ হয়েছে। এ বছর ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে প্রথম রাউন্ডে ৩৬ হাজার ৪৩১ জন ছাত্রছাত্রী নাম নথিভুক্ত করেছেন। গতবছরের তুলনায় যা ৩৪ শতাংশের বেশি। গত বছরের থেকে ছাত্রীদের ভর্তি হার বেড়েছে প্রায় ৪২ শতাংশ এবং ছাত্রদের ভর্তি হার বেড়েছে প্রায় ৬২ শতাংশ। ইঞ্জিনিয়ারিং, টেকনোলজি ও আর্কিটেকচার কোর্সে ভর্তি প্রক্রিয়া এবছর অনেক আগে শুরু হয়েছে। এখনো পর্যন্ত ৮৭ টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া শনিবার পর্যন্ত চলবে। মোট তিনটি রাউন্ডে কাউন্সেলিং পর্ব জুলাইয়ের মধ্যেই শেষ হবে। কয়েকদিনের মধ্যেই ফার্মেই কোর্সে কাউন্সেলিং শুরু হবে। এইদিকে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা উচ্চতর শিক্ষার জন্য যে এ রাজ্যকেই বেছে নিচ্ছেন, জয়েন্ট এন্ট্রান্সের কাউন্সেলিংয়ের সব আসন পূর্ণ হয়ে যাওয়া তারই ইঙ্গিত বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আজ তিনি বলেন, উচ্চশিক্ষার মাধ্যম্যেই রাজ্য সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ইতিমধ্যেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির আধুনিকীকরণ ও শ্রেষ্ঠত্বের জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যের প্রতিভাবান যুব সমাজ যাতে বৃদ্ধেই নিজেদের ভবিষ্যত গড়ে তুলতে পারেন, তার জন্য বিশ্বমানের সুযোগ সুবিধা তৈরি করা এবং মেধার পালয়ান থেকে মেধার আহরণে রূপান্তরিত করা সরকারের লক্ষ্য বলে শুভেন্দু অধিকারী জানান।

Corrigendum Notice	Corrigendum Notice
e-Auctions are invited for lease of Ferry Ghats under Hariharpara Panchayat Samity in N.I.e.A. No. – 05/HPS/FG/2026-27, 11/ HPS/FG/2026-27 & 13/HPS/FG/2026-27. Documents and other details is available in the website eAuction.gov.in. The last date for submission of bids for all the auctions are up to 17.30 hours on dated 14/07/2026, 15/07/2026 & 17/07/2026 Further, the office of the undersigned may be contacted for any queries in the office hours.	e-Auctions are invited for lease of Ferry Ghats under Hariharpara Panchayat Samity in N.I.e.A. No. –01/HPS/FG/2026-27, 02/HPS/FG/2026-27, 03/HPS/FG/2026-27, 04/HPS/FG/2026-27, 06/HPS/FG/2026-27, 07/HPS/FG/2026-27, 08/ HPS/FG/2026-27, 09/HPS/FG/2026-27, 10/HPS/FG/2026-27 & 12/HPS/FG/2026-27. Documents and other details is available in the website eAuction.gov.in. The last date for submission of bids for all the auctions are up to 17.30 hours on dated 10/07/2026. Further, the office of the undersigned may be contacted for any queries in the office hours.
Sd/- Executive Officer Hariharpara Panchayat Samiti Hariharpara, Murshidabad	Sd/- Executive Officer Hariharpara Panchayat Samiti Hariharpara, Murshidabad

‘ব্রেক ফর ওয়াইন্ডলাইফ’-এর ম্যাজিক! বন্যপ্রাণ সংরক্ষণে দৃষ্টান্ত গড়েছে ঘোষপুকুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৯ জুলাই : এক সময় যেখানে ঘোষপুকুর রেঞ্জে প্রায় প্রতি বছরই ১০ থেকে ১৫টি লেপার্ড সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাত, সেখানে গত এক বছরে ছবিটা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে শেষবার একটি লেপার্ডের রোড কিলের ঘটনা নথিভুক্ত হওয়ার পর থেকে আর একটি ঘটনাও ঘটেনি। বন দফতরের মতে, সচেতনতা বৃদ্ধি, নিয়মিত প্রচার এবং ‘ব্রেক ফর ওয়াইন্ডলাইফ’ অভিযানের ইতিবাচক প্রভাবেই এই সাফল্য এসেছে। বর্তমানে ঘোষপুকুর রেঞ্জে রাজ্যের মধ্যে অন্যতম বেশি সংখ্যক লেপার্ডের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বনাঞ্চলের পাশাপাশি চা-বাগান ও সংলগ্ন এলাকায়ও তাদের বিচরণ বেড়েছে। ফলে মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সহাবস্থান নিশ্চিত করতে বনকর্মীদের ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। শুধু পূর্ণবয়স্ক লেপার্ড নয়, তাদের শাবকদের সুরক্ষার ক্ষেত্রেও নজির গড়েছে ঘোষপুকুর রেঞ্জ। চলতি বছরে অন্তত পাঁচটি পৃথক ঘটনায় মোট আটটি লেপার্ড শাবককে উদ্ধার করে নিরাপদে তাদের মাঝের সঙ্গে পুনর্মিলন ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন বনকর্মীরা। এর ফলে একটিও শাবককে মায়ের সঙ্গ হারাতে হয়নি। বন দফতরের তথ্য অনুযায়ী, এ বছর ঘোষপুকুর রেঞ্জে কোনও লেপার্ড শাবকের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সাফল্য ভবিষ্যতে ওই অঞ্চলের লেপার্ড সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে এবং শাবকদের মৃত্যুহার কার্যত শূন্যের কাছাকাছি নেমে এসেছে। লেপার্ড সংরক্ষণের পাশাপাশি অন্যান্য বন্যপ্রাণী রক্ষণাতেও সমানভাবে সক্রিয় ঘোষপুকুর রেঞ্জ। প্রতি মাসে প্রায় একশোের কাছাকাছি বিভিন্ন প্রজাতির পাখি উদ্ধার করে নিরাপদে প্রকৃতিক পরিবেশে ছেড়ে দেওয়া হয়। এছাড়া আহত বা অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার হওয়া বিভিন্ন প্রজাতির পাখির চিকিৎসার ব্যবস্থা করে সুস্থ করে আবার প্রকৃতিতে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। গত কয়েক মাসে অসংখ্য সাপ, পাখি ও অন্যান্য

Government of West Bengal Irrigation & Waterways Directorate (A Statutory body of the Govt. of West Bengal) City Centre, Durgapur - 713216 (Ph.: 0343-2546716/6815)
ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY (A Statutory body of the Govt. of West Bengal) City Centre, Durgapur - 713216 (Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No.: ADDA/DGP/ED/N-03/26-27 Dated 09.07.2026 Exes. Engr.(Civil), ADDA invites Expression of Interest (Online Bid System) for the works: (1) Tender ID No. 2026_ADDA_1031651_1. For other details visit our website www.addaonline.in or http://wbtennders.gov.in Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA

Banglar Dairy Limited			
(A Government of West Bengal Organization)			
TENDER NOTICE			
e-Tenders are invited by the Managing Director, Banglar Dairy Limited, LB-2, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700106 for the following:			
Sl. No.	Description of Items / Works	Bid submission Starts on	Bid submission Closes on
1.	Annual Rate Contract for Supply of Laboratory Chemicals and Laboratory Ware to Banglar Dairy Limited	10.07.2026	27.07.2026
2.	Annual Rate Contract for Supply of Office Stationery, Printed Registers and General Office Consumables to Banglar Dairy Limited	10.07.2026	27.07.2026
The detailed e-NIT may be obtained from the e-Tender portal : https://www.wbtenders.gov.in/ Sd/- Managing Director Banglar Dairy Limited			

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT
The Dy. C. E. (M) (Sewerage & Drainage), KMC invites e-Tender online percentage two bid system for the following works: 1) NIT No.: DLPS/FE/01/26-27 (1st Call) Name of the work: Refilling of ABC powder type fire extinguishers with mono ammonium phosphate at ten number different pumping stations under DLPS. Estimated Amount: ₹ 1,89,103.00. Earnest Money: ₹ 4,000.00. Period of Completion: 14 Days. Last date and time of submission of Bid: 20.07.2026 at 5 p.m. The bid forms and other details are available on and form 10.07.2026 - 5 p.m. Website https://etender.wb.nic.in. For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen. 2) NIT No.: KMC/S_D/KGPS-41/26-27 Name of the work: Renovation of sanitary and plumbing system with other allied works at Kudghat Kalibari drainage pumping station under Kudghat Unit/S&D Department. Estimated Amount : ₹ 1,20,687.93. Earnest Money : ₹ 2,450.00. Period of Completion: 10 Days. 3) NIT No.: KMC/S_D/KGPS-33/26-27 Name of the work : Clog cleaning with other allied works of four number SWF pumps for five months at Keorapurk SSE PS under Kudghat Unit/S&D Department. Estimated Amount : Open to be quoted by the participating party. Earnest Money : ₹ 5,600.00. Period of Completion: 150 Days. 4) NIT No.: KMC/S_D/KGPS-10/26-27 Name of the work: Repairing and overhauling of pump unit no. B with other allied works at Buroshibtaa drainage pumping station under Kudghat Unit/S&D Department. Estimated Amount: Open to be quoted by the participating party. Earnest Money : ₹ 5,000.00. Period of Completion: 20 Days. 5) NIT No.: KMC/S_D/KGPS-61/25-26 Name of the work: Supply, fitting and fixing of three numbers sluice valve for pump unit nos. 1, 2 and 5 in place of old one along with other allied works at Kudghat drainage pumping station under S&D Department. Estimated Amount : Open to be quoted by the participating party. Earnest Money : ₹ 5,400.00. Period of Completion: 7 Days. Last date and time of submission of Bid : 20.07.2026 at 2 p.m. (for Sl. No. 2 to 5). The bid forms and other details are available on and from 10.07.2026 at 2 p.m. (for Sl. No. 2 to 5) 6) NIT No.: KMC/GRBU/JOKA/07/26-27 (1st Call) Name of the work: Clog cleaning of SWF pump unit with other allied works at Joka DPS under GRBU. Estimated Amount : Rate to be quoted. Earnest Money : ₹ 6,000.00. Period of Completion: 153 Days. 7) NIT No.: KMC/GRBU/JOKA/09/26-27 (1st Call) Name of the work: Repairing and overhauling of worn out components of six nos. of electrically operated rope drum type lifting mechanism of the strainers at Joka DPS under GRBU. Estimated Amount : Rate to be quoted. Earnest Money : ₹ 6,000.00. Period of Completion: 15 Days. 8) NIT No.: KMC/BDPS/J-11/26-27 (1st Call) Name of the work: Repairing, fitting, fixing of C.I. Penstock Gate (600 mm X 600 mm) over bypass line at JDPS under BDPS. Estimated Amount : Rate to be quoted. Earnest Money : ₹ 3,300.00. Period of completion: 14 Days. Last date and time of



‘ইংল্যান্ডের সেরা খেলোয়াড়রা প্রিমিয়ার লিগে খেলে না’

সংবাদ সংস্থা, ম্যানচেস্টার, ৯ জুলাইঃ নিউ ইয়র্ক কোয়ার্টার-ফাইনালে ভারতীয় সময় আগামী ১২ জুলাই রাত আড়াইটায় ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হবে নরওয়ে। নরওয়ের সবচেয়ে বড় দুই তারকা অর্লিৎ হলান্ড (ম্যানচেস্টার সিটি) ও মার্টিন ওগেদের (আর্সেনাল) খেলেন প্রিমিয়ার লিগে। অন্য দিকে আসরে ইংল্যান্ডের সেরা দুই খেলোয়াড়- হারি কেইন খেলেন বুডেসলিগা ও জুড বেলিংহ্যাম খেলেন লা লিগায়া। ছয় গোল করে বার্নার মিউনিখ স্ট্রাইকার কেনে অছেন গোয়েন্দ বুটের লড়াইয়ে। আর চারটি গোল করেছে রিয়াল মাদ্রিদ মিডফিল্ডার বেলিংহ্যাম। ইংল্যান্ড ম্যাচের আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলেন সুরবাকেন। সেখানে উঠল হলান্ড, ওগেদোরসহ নয় জনের প্রিমিয়ার লিগে খেলার প্রসঙ্গ। এটাকে বড় করে দেখতে রাজি নন নরওয়ে কোচ। জানি না, এটা সুবিধা কিনা। কিছু খেলোয়াড় অবশ্যই অনেক ইংলিশ খেলোয়াড়ের বিপক্ষে খেলেছে। সেরা দুই ইংলিশ ফুটবলার হয়তো প্রিমিয়ার লিগে খেলে না। তারা স্পেন ও জার্মানিতে খেলে। আপনি ব্যাপারটা এভাবেও দেখতে পারেন।

‘সবচেয়ে বড়’ কোয়ার্টার-ফাইনালের জন্য প্রস্তুত সুইজারল্যান্ড

সংবাদ সংস্থা, কানসাস সিটি, ৯ জুলাইঃ আর্জেন্টিনার বিপক্ষে খেলার চ্যালেঞ্জটা বুঝতে পারছেন মামুয়েল আকুপি, তবে রোমাঞ্চও কাজ করছে তার মধ্যে। বিশ্বকাপের মধ্যে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের মুখোমুখি হওয়া, সেটাও আবার কোয়ার্টার-ফাইনালে নিজদের জন্য এটাকে সবচেয়ে বড় ম্যাচ হিসেবে দেখছেন সুইজারল্যান্ড ডিফেন্ডার। কটন এই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকার কথাও বলেছেন তিনি। শেষ যোলাতে কলম্বিয়াকে টাইব্রেকারে ৪-৬ ব্যবধানে হারিয়ে শেষ আটে জায়গা করে নিয়েছে সুইজারল্যান্ড। নির্ধারিত ও অতিরিক্ত সময়ে দুই দলের লড়াই গোলশূন্য ড্র হয়। ৭২ বছর পর কোয়ার্টার-ফাইনালে ওটা সুইসরা কখনও বিশ্বকাপের শেষ চারে খেলতে পারেনি। আসর শুরু করার আগ থেকে নিজদের ইতিহাস নতুন করে লেখার লক্ষ্যের কথা বলে আসছেন দলটির অকেনেই। সেই চাওয়া পূরণের পথে তাদের সামনে এবার বাধা আরেক লাতিন আমেরিকান দল আর্জেন্টিনা। আলবিসেলেন্তেরের বিপক্ষে বিশ্ব মধ্যে খেলার অতীত অভিজ্ঞতা ভালো নয় সুইজারল্যান্ডের। প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে এখন পর্যন্ত সাতটি ম্যাচে আর্জেন্টিনার মুখোমুখি হয়ে পাঁচটিতেই হেরেছে সুইজারল্যান্ড, দুটিতে ড্র।

পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উড়িয়ে দিলেন ফিফার রেফারিং প্রধান

সংবাদ সংস্থা, রোম, ৯ জুলাইঃ রেফারিদের সমালোচনা হবেই এবং এটা ফুটবল খেলাটিরই অংশ, তা অব্যাহত বলছেন কললিনা নিজেই। তবে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে হারের পর রেফারিং নিয়ে মিশর অভিযোগ করায় কর্মকর্তাদের সততা নিয়ে যে প্রশ্ন উঠছে, সেটির নিন্দা করেন তিনি। “রেফারিং সিদ্ধান্ত নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা সবসময়ই ফুটবলের অংশ থাকবে, কিন্তু ভিত্তিহীন অভিযোগের কোনো স্থান আমাদের এই খেলায় নেই। ফিফা বিশ্বকাপের ম্যাচ কর্মকর্তাদের সততা নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুলতে পারে না... কেউ দাবি করতে পার না যে ফিফার রেফারিং কারও মাধ্যমে প্রভাবিত হতে পারে, এমনকি ফিফা সভাপতির মাধ্যমেও নয়।” কললিনা বলেন, এই ধরনের অভিযোগ রেফারি এবং তাদের পরিবারের জন্য হুমকির কারণ হতে পারে।



মোহাম্মদ সালাহকে করা ফাউলের জন্য কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ফিফার রেফারিং প্রধান কললিনা বলেন, জিকোর গোলাটি বাতিল করার সঠিক সুপারিশ করেছিল ভিএআর, কারণ আক্রমণের শুরুতে আর্জেন্টিনার ডিফেন্ডার লিসান্দ্রো মার্তিনসেনকে ফাউল করা হয়েছিল। “আমরা বিশ্বাস করি যে, ফাউল মানেই ফাউল। ফাউলটি ‘স্পষ্ট’ মনে হোক বা না হোক, যদি রেফারি খেলার মাঠে তা দেখতে না পান, তবে ভিএআর হস্তক্ষেপ করতে পারে। আর্জেন্টিনার জয়সূচক গোলের আগে মিশরকে পেনাল্টি না দেওয়ার সিদ্ধান্তের পক্ষেও কলিনা যুক্তি দেন। তিনি বলেন, রেফারি এবং ভিএআর উভয়েই সালাহ ও হলিয়ান আলভারেসের সংঘর্ষকে ‘স্বাভাবিক ফুটবল স্পর্শ’ হিসেবে বিচার করেছে। ‘প্রতিপক্ষের পায়ে পা মারানো একটি ফাউল, কিন্তু একজন ডিফেন্ডার যদি প্রথমে বল স্পর্শ করার পর স্বাভাবিক ফুটবলীয় স্পর্শ করেন, তবে তিনি ফাউল করেননি।’ শুধু এই ম্যাচে নয়, এবারের বিশ্বকাপে রেফারি নানা সিদ্ধান্ত ও ভিএআর নিয়ে সমালোচনা হচ্ছে তুমুল। বিশেষ করে, সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতা প্রশংসিত হচ্ছে প্রবলভাবে। একইরকম ঘটনায় একেক ম্যাচে একেকরকম সিদ্ধান্ত দেওয়া হচ্ছে। কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে সবসময়ই প্রশ্ন তোলার অবকাশ থাকবে, মানবেন কললিনা। তবে ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব ফুটবল হিস্ট্রি অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিকসের বিচারে টানা ছয়বারের (১৯৯৮-২০০৬) বর্ষসেরা এই রেফারি বললেন, ভিএআর-এর নীতিগুলো যেভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে, তাতে ফিফা সন্তুষ্ট।

ট্রাম্প-তোষণে ফিফার নিয়মভঙ্গ! অলিম্পিক কমিটির কড়া তদন্তের মুখে ইনফান্তিনো

সংবাদ সংস্থা, ওয়াশিংটন, ৯ জুলাইঃ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে প্রকাশ্যে সমর্থন করে এবার চরম বিপাকে জিয়ানি ইনফান্তিনো। ‘রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা’র নিয়ম ভাঙার অভিযোগে ফিফা সভাপতির বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করতে পারে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি বা আইওসি। ঘটনার সূত্রপাত বিশ্বকাপের রাউন্ড অফ ৬২-এর একটি ম্যাচ ঘিরে। বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার বিরুদ্ধে লাল কার্ড দেখেন মার্কিন স্ট্রাইকার ফেলারিন বালোগুন। তাঁকে এক ম্যাচের জন্য নির্বাসিত করে ফিফা। তখনই আসরে নামেন খোদা ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন সকার কঠোরের আইনি দল ও প্রেসিডেন্টের জোরালো হস্তক্ষেপে লাল কার্ড অঙ্কুতভাবে প্রত্যাহার করা হয়। ফিফার শৃঙ্খলারক্ষা বিধির ২৭ নম্বর অনুচ্ছেদের লোহাই দিয়ে বালোগুনের বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে শেষ যোলার ম্যাচে খেলার ছাড়পত্র জটো। আর এই ঘটনার পরেই কড়া পদক্ষেপ করেছে মানবাধিকার সংগঠন ‘ফেয়ারপ্লেয়ার’। ইনফান্তিনোর বিরুদ্ধে আইওসি-র কাছে সরকারিভাবে অভিযোগ জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। ২০২০ সাল থেকে আইওসি-র সদস্য পদে রয়েছেন ইনফান্তিনো। ফেয়ারপ্লেয়ার অবশ্য গত বছর ডিসেম্বর মাসেই ফিফার নিজস্ব এথিক্স কমিটিতে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে। সংবাদসংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সংগঠনের অভিযোগ ছিল, ইনফান্তিনো প্রকাশ্যে ট্রাম্পের বিভিন্ন পদক্ষেপ ও নীতিকে সমর্থন করেছেন। ফেয়ারপ্লেয়ারের দেওয়া বিবৃতিতে, ‘আমরা এথিক্স কমিটিকে অনুরোধ করেছি, ফিফা পিস প্রাইজ চালুর সিদ্ধান্ত এবং



প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে সেই পুরস্কার দেওয়ার পেছনে মিস্টার ইনফান্তিনোর ভূমিকা ঠিক কী ছিল, তা যেন খতিয়ে দেখা হয়।’ ফিফার পদ্ধতিগত নিয়মাবলির সঙ্গে এই প্রক্রিয়াগুলো আদৌ সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না, সেটাও তদন্তের আওতাভুক্ত করার দাবি তুলেছে এই

মানবাধিকার সংগঠন। যদিও রয়টার্স ফিফার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলেও বিশ্ব ফুটবলের নিয়মক সংস্থা এখনও নিশুপ। ফেয়ারপ্লেয়ারের অভিযোগের মূল ভিত্তি হল ফিফার ‘কোড অফ এথিক্স’-এর ১৫ নম্বর অনুচ্ছেদ। যেখানে রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখার

বিষয়টিতে জোর দেওয়া হয়েছে। ফিফার নিয়মাবলির অধীনে থাকা যে কোনও ব্যক্তিকে তাঁর দপ্তরের কাজকর্মে সম্পূর্ণ রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ থাকতে হয়। নিয়ম ভাঙলে অন্তত ১০ হাজার সুইস ফ্রাঁ জরিমানা। সেই সঙ্গে সমস্ত ফুটবল-সম্পর্কিত কার্যকলাপ থেকে দু’বছরের নির্বাসন। সংগঠনের বক্তব্য, টুর্নামেন্টের ড্র হওয়ার আগে বার্ষিক পিস প্রাইজ চালু করা এবং ট্রাম্পের হাতে তা তুলে দেওয়ার ঘোষণা ফিফা কাউন্সিলের, নাকি ইনফান্তিনো একাই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তা তদন্ত করে দেখা হোক। তাদের স্পষ্ট দাবি, ‘মিস্টার ইনফান্তিনো যদি একতরফাভাবে এবং কোনও আইনি কর্তৃত্ব ছাড়াই এই কাজ করে থাকেন, তবে একে ক্ষমতার চরম অপব্যবহার হিসেবে গণ্য করা উচিত।’ গোটা বিষয়টি নিয়ে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভাপতি কাস্ট্রি কভেস্তির প্রতিক্রিয়া মিলেছে। মঙ্গলবার তিনি জানান, তাঁদের এথিক্স কমিশনের বিবেচনার জন্য এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারি অভিযোগ জমা পড়েনি। তবে অভিযোগ পেলে যে তাঁরা কড়া পদক্ষেপ করবেন, এমন ইঙ্গিত দিয়ে কভেস্তির বক্তব্য, “অবশ্যই, যদি তারা অভিযোগ দায়ের করে, তবে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।” এদিকে, গত ডিসেম্বরে ইনফান্তিনোর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া অভিযোগের প্রাপ্ত স্বীকার করেছিল ফিফার ইনভেস্টিগেটরি চেম্বরের সচিবালয়। কিন্তু তারপর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও ফিফা সভাপতির বিরুদ্ধে আদৌ কোনও তদন্ত শুরু হয়েছে কি না, তার বিপদমাত্র ইঙ্গিত মেলেনি। মানবাধিকার সংগঠনটির দাবি, ফিফার এই নীরবতা গোটা প্রক্রিয়াটির স্বচ্ছতা নিয়েই বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে।

শ্রেয়সে অটুট আস্থা বোন শ্রেষ্ঠার

নয়াদিল্লি, ৯ জুলাইঃ অধিনায়ক হিসাবে শ্রেয়স আইয়ারের শুকটা মোটেও ভালো হয়নি। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ট্রেসি ব্রিজে তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ১২৫ রানের বিরতি ব্যবধানে হেরেছে টিম ইন্ডিয়া। অর্থাৎ তাঁর নেতৃত্বে টানা পাঁচ ম্যাচে জয়ের দেখা পায়নি টিম ইন্ডিয়া। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটের ইতিহাসে এই প্রথম টানা পাঁচ ম্যাচ জয়শূন্য ভারত। ফলে নতুন অধিনায়ককে নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। তবে এই কটন সময়ে ভাইয়ের পাশে দাঁড়িয়েছেন তাঁর বোন শ্রেষ্ঠা আইয়ার। এক পডকাস্টে তিনি বলেন, “সব সময় সবকিছু আপনার পক্ষে থাকে না। এটা বলা সহজ, অধিনায়ক হিসাবে ও হারছে। কিন্তু ক্রিকেট আলাদা। পিচ কেমন আপনি জানেন না। এটা বোলিং নাকি ব্যাটিং পিচ, তা আনি জানেন না। টস কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেকথাও জানেন না। বহু কিছু এমন থাকে। কিন্তু আপনি কেবল মেনে ও কেমন অধিনায়ক করছেন। আপনি সেই ম্যাচগুলোও দেখুন, যেখানে ও অধিনায়ক হিসাবে জিতেছেন।” শ্রেষ্ঠার সংযোজন, ভারতের হয়ে খেলে অনেক প্রত্যাশা ও চাপ বেড়ে যায়। বিষয়টা শুধু কে ভালো অধিনায়ক, আর কে খারাপ অধিনায়কের কথা নয়। এখনও পর্যন্ত ভারতের হয়ে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন, প্রত্যেকেই নিজদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। শুভমন গিল, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা। এরা সবাই অসাধারণ ক্রিকেটার। সচিব তেজুলকরও একজন কিংবদন্তি। কিন্তু তাঁদের প্রত্যেককেই বহু ম্যাচে হারের মুখ দেখতে হয়েছে। তাই যদি বারবার শুধু শ্রেয়সের নামই টানা হয়, তাহলে মনে হতে পারে যে কারও ব্যক্তিগতভাবে ওর প্রতি আপত্তি রয়েছে।”

সমস্ত মঞ্চে অবসর আসন্ন? ইঙ্গিতে কী বোঝাতে চাইলেন রোনাল্ডো-নেইমার

নিজস্ব প্রতিবেদন

শেষ যোলার লড়াইয়ে স্পেনের কাছে ১-০ ব্যবধানে হেরে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গিয়েছে পর্তুগাল। মিকেল মেরিনোর অস্তিম মুহূর্তের গোলে আশাহত পর্তুগিজ বাহিনী, সমর্থক। ম্যাচ শেষে নতমুখে মাঠ ছাড়েন রোনাল্ডো। চোখের জলও লুকোননি তিনি। এটাই কেরিয়ারের শেষ বিশ্বকাপ, ঘোষণা করেছিলেন ৪১ বছর বয়সী মহাতারকা। এবার আসর থেকে ছিটকে যাওয়ার পর ইনস্টাগ্রামে দলের ফুটবলারদের গোল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার ছবি একটি পোস্ট সিআর সেভেনর। ক্যাপশনে মাত্র দুটি শব্দ, ‘পর্তুগাল সেবেস্ত্রা’, বাংলায় যার অর্থ ‘পর্তুগাল চিরকাল’। আন্তর্জাতিক ফুটবলকে এখনই বিদায় জানাচ্ছেন কি না, তা নিয়ে সরাসরি কোনও মন্তব্য নেই। কেবল জানিয়েছেন, দেশের জার্সি গায়ে নিজের ভবিষ্য নিয়ে কোনও তাড়াছড়ো করে সিদ্ধান্ত নিতে চান না। এবারের বিশ্বকাপে রোনাল্ডোর ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স মন্দ ছিল না, ৫ ম্যাচে ৬টি গোলে। গ্রুপ পর্বে কঙ্গোর সঙ্গে ১-১ ড্রের পর উজবেকিস্তানকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে দেয় পর্তুগাল। সেই খেলায় জোড়া গোল করে ইউসেবিওকে টপকে পর্তুগালের হয়ে বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ ১০ গোলের মালিক হন



গোলদাতার রেকর্ড নিজের বুলিতে পোরেন তিনি। কিন্তু অস্তিম ম্যাচে স্পেনের বিরুদ্ধে ১৭টি শট নিয়েও সতীর্থদের জন্য একটিও সুযোগ তৈরিতে ব্যর্থ রোনাল্ডো, যা খোদা তাঁর বিশ্বের পাশে অনভিজ্ঞত রেকর্ড। দীর্ঘ বিশ্বকাপ কেরিয়ারের ২৭ ম্যাচে ১১ গোল

সালের পর বিশ্বকাপে সেলসাওদের দ্রুততম প্রস্থান। চরম বিপর্যয়! যার পরেই আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে নিজের অবসরের কথা ঘোষণা করেন ৬৪ বছর বয়সী নেইমার। নিউ ইয়র্ক নিউ জার্সি স্টেডিয়ামে ম্যাচ শেষে তিনি নিজস্ব কাপ টেনে দিল, যা সহজে ভালো আসবাব।

করেছি। এবার সব শেষ। এখানেই শুরু করেছিলাম, এখানেই শেষ করলাম!’ উল্লেখ্য, ২০১০ সালে এই মাঠে ব্রাজিলের হয়ে আন্তর্জাতিক অভিষেক নেইমারের। দীর্ঘ তিন বছর চোটের কারণে দলের বাইরে থাকার পর কোচ কার্লো অ্যালেলোভি তাঁকে বিশ্বকাপ স্কোয়াডে রেখেছিলেন। চলতি আসরে কেবল দু’টি ম্যাচে বদলি হিসেবে নেমে নরওয়ের বিরুদ্ধে একটি পেনাল্টি গোল করেন তিনি। আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানানোর পর নেইমারের ক্লাব কেরিয়ারও কি এবার ইতি টানতে চলেছে? ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যমের দাবি, ছেলেবেলার ক্লাব সান্তোসের সঙ্গে তাঁর চুক্তির আর মাত্র ৬ মাস বাকি। সান্তোস কর্তৃপক্ষ তাঁকে ভবিষ্যতের কথা ভাবার জন্য আপাতত ছুটি দিয়েছে। এরই মধ্যে জল্পনা বাড়িয়েছে নেইমারের বাবার সোশ্যাল মিডিয়েন একটি আবেগঘন পোস্ট। তিনি লিখেছেন, ‘একজন বাবা হিসেবে আমি একটা অনুরোধ করতে চাই। নেই, ফুটবল খেলা চালিয়ে যাও। পায়ে বল থাকার আনন্দটা আবার অনুভব করো। মাঠে আবার হাসো।’ পাকাপাকিভাবে বুটজোড়া তুলে রাখবেন কি না, সেই গুঞ্জন চলতেই থাকবে। তবু ২০২৬ সালের এই মেগা বিশ্বকাপ বিশ্বফুটবলের দুই তারকার আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের এক চরম ট্রাজিক যবনিকা টেনে দিল, যা সহজে ভালো আসবাব।

